গানের কথা

লতা মঙ্গেশকরের গান

অন্তবিহীন কাটে না আর যেন বিরহেরই দিন	
অপরূপা অপরূপা অসীমে নীল নভে তুমি একবিন্দু অনন্ত	
অস্ত আকাশে গোধূলি রঙ নিয়ে ক্লান্ত তটিনী রঙিনী হয়ে বয়ে যাও	
আকাশ প্রদীপ জ্বলে দূরের তারার পানে চেয়ে	
আজ তবে এইটুকু থাক বাকি কথা পরে হবে	
আজ নয় গুন গুন গুঞ্জন প্রেমে চাঁদ ফুল জোছনার গান আর নয়	
আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাবো, হারিয়ে যাবো আমি তোমার সাথে	
আজ হৃদয়ে ভালবেসে, লিখে দিলে নাম তুমি এসে	
আমার কথা শিশির ধোয়া হাস্নুহানার কলি	
আমার গোপন ব্যথার মাঝে তোমায় খুঁজে পাই	
আমার মালতী লতা ওগো কি আবেশে দোলে আমি সে কথা জানি না	
আমার স্বপ্ন যে সত্যি হল আজ কাছে এল এতদিন দূরে ছিল যে	
আমারও তো সাধ ছিল আশা ছিল মনে ভালবাসা নিয়ে তুমি আসবে জীবনে	
আমি চলতে চলতে থেমে গেছি আমি বলতে বলতে ভুলে গেছি	
আমি বলি তোমায় দূরে থাকো তুমি কথা রাখোনা	
আমি যে কে তোমার তুমি তা বুঝে নাও আমি চিরদিন তোমারই	
আমি শুইনি সারা রাত মেলাতে নাচবো বলেই আজ	
আর যেন নেই কোন ভাবনা যদি আজ অকারণ কোথাও হারায় মন	
আষাঢ় শ্রাবণ মানে না তো মন	
এ দিন তো যাবে না মানা তুমি যতই কর	
এই জীবন কখন দহন কখন মগন – ভালবাসায়	
এই বৃষ্টিতে ভিজে মাঠে চলো চলে যাই তুমি আমি	
একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে জগৎবাসী	
এবার আমি আমার থেকে আমাকে বাদ দিয়ে অনেক কিছু জীবনে	
এস এস এস প্রিয় এস আমার ঘরে আমার মনের অন্তপুরে	
এস, কাছে এস! দেখ নিশুতি রাত কেমন ঘুমিয়ে আছে	
ও ঝর্ ঝর্ ঝর্ণা ও রূপালী বর্ণা ওরে হারায়েছে প্রাণ মন আমার	
ও তুই নয়ন পাখী আমার রে বল কোথায় যাবি রে	
ও পলাশ, ও শিমুল কেন এ মন মোর রাঙালে	
ও প্রজাপতি প্রজাপতি পাখনা মেলো আমার এই মনের আঁধার কোণে	

ও বাঁশী কেন গায় আমারে কাঁদায় কে গেছে হারায়ে স্মরণের বেদনায়	
ও মোর ময়না গো ও মোর ময়না গো কার কারণে তুমি একলা?	
ওই গাছের পাতায় রোদের ঝিকিমিকি আমায় চমকে দাও	
ওগো আর কিছুই তো নয় বিদায় নেবার আগে তাই	
ওগো মা গঙ্গা মাগো মা গঙ্গা দিনু ভাসায়ে মোর স্বজনে তুমি দেখো তারে	
ওঠো ওঠো সূর্যাই রে ঝিকিমিকি দিয়া কালকে তুমি আঁধার রাতে	
ওরে ওরে ওওরে মন ময়না কয়না কথা কয়না ব্যথা তার বুঝি– আর সয়না	
ওরে মন পাখি, কেন ডাকাডাকি, তুই থাক্ না রে গোপনে	
কত নিশি গেছে নিদহারা ওগো কত ফুল গেছে ঝরে	
কি লিখি তোমায়? তুমি ছাড়া আর কোন কিছু ভাল লাগেনা আমার	
কি যে করি দূরে যেতে হয় তাই সূরে সূরে কাছে যেতে চাই	
কৃষ্ণচূড়া শোন শোন শোন সারাবেলা দোলায় তোকে ক্ষ্যাপা হাওয়া যে	
কিছু তো চাহিনি আমি শুধু চেয়ে চেয়ে থাকি যদি কিছু বল	
কে প্রথম কাছে এসেছি কে প্রথম চেয়ে দেখেছি কিছুতেই পাই না ভেবে	
কে যাবি আয় ওরে আমার সাধের নায়	
কে যেন গো ডেকেছে আমায় মানে না নয়ন কেন ফিরে ফিরে চায়	
কেন কিছু কথা বলো না? শুধু চোখে চোখে চেয়ে	
কেন গেল পরবাসে বল বঁধুয়া--গরজে বরষে মানে না যে তরসে হিয়া	
কেন যে কাঁদাও বারে বারে থেমেছে ক্রন্দনে ছন্দহীনা বীণা	
চঞ্চল মন আনমনা হয় যেই তার ছোঁয়া লাগে ভোরের আকাশে আলো দেখে	
চঞ্চল ময়ূরী এ রাত ---- বঁধু যেতে দিও না, কানায় কানায় ভরে যাওয়া	
চন্দ্র যে তুই মোর সূর্য যে তুই আমার এ আঁখিতে তারা যে তুই	
চলে যেতে যেতে দিন বলে যায় আঁধারের শেষে ভোর হবে	
জাগো মোহন প্রীতম জাগো রজনী পোহায়ে গেল, নয়ন কমল মেল	
জুঁই সাদা রেশমি জোছনায় গান আর গল্পে রাত কেটে যায়	
ঝিলিক ঝিলিক ঝিনুক খুঁজে পেলাম, তোমায় তা দিলাম -	
তুমি তো শীতল চন্দনবৃক্ষ থাকো যে গন্ধে ভরে	
তোমাকে শোনাতে এ গান যে গেয়ে যাই বাজাই এ গানে মঙ্গলশঙ্খ	
তোমাদের আসরে আজ এই তো প্রথম গাইতে আসা	
দংশিলি তুই ঔষধে মানে না রে মানে না	

দুয়ো দুয়ো আড়ি বলব না বলব না কথা চললাম বাপের বাড়ী	
দূরে আকাশ সামিয়ানায় প্রদীপ জ্বালায় তারায় জেগে জেগে কি যে ভাবি	
দে দোল দোল দোল তোল পাল তোল চল ভাসি সব কিছু ত্যাইগা	
দেখোনা আমায় ওগো আয়না করোনা এমনতর বায়না	
ধরণীর পথে পথে ধুলি হয়ে রয়ে যাবো এই কামনা আর কিছু না	
না না কাছে এস না যাও যাও দূরে থাক	
না মন লাগে না এ জীবনে কিছু যেন ভাল লাগে না।	
না যেও না রজনী এখনও বাকী আরো কিছু দিতে বাকী	
নাও গো মা ফুল নাও নয়ন ফুল আমার	
নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থপাখীরা বুঝিবা পথ ভুলে যায়	
পা মা গা রে সা - তার চোখে জটিল ভাষা	
প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে আমারি এ দুয়ার প্রান্তে	
ফেলে আসা স্মৃতি আমার বেদনা জাগায় মন কেন খুঁজে ফিরে	
বলছি তোমার কানে কানে আমার তুমি	
বড় বিষাদ ভরা রজনী সজনী যে গেছে মিলে সুদূর ছায়া মিছিলে	
বাদল কালো ঘিরলো গো সব নাও তীরে এসে ভিরলো গো	
বুঝবে না কেউ বুঝবে না কি যে মনের ব্যথা অন্ধ খনির অন্তরে থাকে	
বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি এ কোন অপরূপ সৃষ্টি এতো মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি	
বেহায়া বাঁশী ডাকে যে নাম ধরে, নজরে রাখে শাশুড়ী ননদ	
বোঝ না কেন যে তুমি বোঝ না চোখের জলেতে এই পথ চাওয়া	
ভালবাসার আগুন জ্বেলে কেন চলে যায়	
ভালো করে তুমি চেয়ে দেখো দেখো তো চিনতে পারো কি না	
ভুলো না প্রথম সে দিন জীবনের পরম সে লগন	
মঙ্গল দীপ জ্বেলে অন্ধকারে দু'চোখ আলোয় ভরো প্রভু	
মন লাগে না তুমি বিনা মোর জীবন যেন চাঁদিনী বিহীনা রজনী	
মনে রেখ মনে রেখ ওগো আধো চাঁদ তুমি তো দেখলে চেয়ে গো	
মা গো মা বলনা – হে মা জননী বল না, নাই যদি দিলে ঠিকানা	
যদি বারণ কর তবে যাব না তোমারই সন্ধানে এখানে ওখানে	
যদিও রজনী পোহালো তবুও দিবস কেন যে এল না এল না	
যা যা যা ভুলে যা, এ হৃদয়ে যত কথা মন তারে ভুলে যা	

যা রে, যা রে উড়ে যা রে পাখী ফুরালো প্রাণের মেলা	
যাবার বেলায় পিছু থেকে ডাক দিয়ে কেন বলো কাঁদালে আমায়	
রঙ্গিলা বাঁশীতে কে ডাকে, ঘুমঘুম নিঃঝুম রাতের মায়ায়	
সাত ভাই চম্পা জাগরে জাগরে ঘুম ঘুম থাকেনা ঘুমের এ ঘোরে	
সব লাল পাথরই তো চুনি হতে পারে না	
হঠাৎ ভীষণ ভাল লাগছে মনে হয় উড়ে যাই দূর-দূর	
হাজার তারার আলোয় ভরা চোখের তারা	
হায় রে পোড়া বাঁশি ঘরেতে ও রইতে দিলো না ঘরেতে	
হায় হায়, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, যায়, প্রাণ যায়, চোখ তারি, যেন কাটারি	
হোতাম যদি তোতা পাখী, তোমায় গান শোনাতাম	

BANGODARSHAN.COM

অন্তবিহীন কাটে না আর যেন বিরহেরই দিন।
তুমি না আসিলে, ভাল না বাসিলে
সুরহীন, তালহীন, কালহীন
বড় শূন্য শূন্য দিন।

পোড়া মন পাগল হল,
কি করে যে সব কিছু ভোল
বাঁধন সবই এত হেলায় খোল
আমায় কর রঙহীন।

কুয়াশা কুয়াশা ভরা আশা,
বোবা হয়ে গেছে সব ভাষা
জীবন মরণ মিলেমিশে গেছে
কিছু তো নাই রঙীন।

অপরূপা অপরূপা –
অসীম এ নীল নভে তুমি একবিন্দু অনন্ত।
অপরূপা তুমি মুক্ত, তুমি মুক্ত,
অনুভব কখনও কি করনি?
ফেলে দিয়ে দুঃখের বোঝা
ভেঙেছ তুমি বন্ধ খাঁচা
পলাতকা হয়ে এখন কেন যে
বিহঙ্গ হতে চাও
মাটির মায়া বুঝি টানেনি?
অপরূপা অপরূপা
অপরূপা অপরূপা

তোমার হাতের মুঠোয় আছে তোমার জীবন রথ।
ভাঙতেও পার গড়তেও পার তোমারই নিজ পথ।

BANGODARSHAN.COM

যুক্তি তুমি তো হারাওনি।
অপরূপা অপরূপা
অপরূপা অপরূপা
অসীম এ নীল নভে তুমি একবিন্দু অনন্ত।
অপরূপা তুমি মুক্ত, তুমি মুক্ত,
অনুভব কখনও কি করনি?

অস্ত আকাশের গোধূলি রঙ নিয়ে
ক্লান্ত তটিনী রঙিনী হয়ে
বয়ে যায় বয়ে যায় বয়ে যায়।
অস্ত আকাশে গোধূলি রঙ নিয়ে -----

কোন অপরূপ শিল্পী পদ্মপাতার নায়ে চড়ে
ময়ূরপঙ্খী রঙ নদী বেয়ে ছড়ায়
বয়ে যায় বয়ে যায় বয়ে যায়।
অস্ত আকাশের গোধূলি রঙ নিয়ে -----

দুটি পাড়ে কত মানুষ কত যে ইতিহাস
কত যুগের কত আশার নিরাশার নিঃশ্বাস
লক্ষ্য যদি দিগন্ত শিল্পী হে তোমার
পদ্মপাতার পানসী থামাও এবার
দেখবে জীবনে দিগন্ত অপার।
বেলা যে যায়, বেলা যে যায়, বেলা যে যায়
অস্ত আকাশে গোধূলি রঙ নিয়ে ------

BANGLADARSHAN.COM

আকাশ প্রদীপ জ্বলে
দূরের তারার পানে চেয়ে;
আমার নয়ন দুটি
শুধুই তোমারে চাহে
ব্যথার বাদলে যায় ছেয়ে।

বয়ে চলে আঁধিয়ার রাত্রি;
আমি চলি দিশাহীন যাত্রী –
দূর অজানার পারে
আকুল আশার খেয়া বেয়ে।

কত কাল আর কত কাল –
এই পথ চলা ওগো চলবে;
কত রাত আর এ হিয়া
আকাশ প্রদীপ হয়ে জ্বলবে।
কোন রাতে মনে কি গো পড়বে,
ব্যথা হয়ে আখি জল ঝরবে;
বাতাস আকুল হবে
তোমার নিশ্বাসটুকু পেয়ে।

আজ তবে এইটুকু থাক –
বাকি কথা পরে হবে।
ধূসর ধূলির পথ –
ভেঙে পড়ে আছে রথ –
বহুদূর – দূর যেতে হবে।
আজ তবে এইটুকু থাক?
বাকি কথা পরে হবে –
সবুজ সবুজে মেশা নীল নীলিমায় –
পাবে না আমায়।

BANGLADARSHAN.COM

গোধুলীর ছায়াপথে খুঁজো না আমায়।
সবুজ সবুজে মেশা নীল নীলিমায় –
পাবে না আমায়।
গোধুলীর ছায়াপথে খুঁজো না আমায়।
শরতের কোন এক নাম না জানা গাঁয়
শিউলীর ফুল যেথা ঝরে ঝরে যায় –
কিশোরী মনের মত দু'টি চোখই অবনত –
না গাওয়া যে গান হয়ে রবে।
আজ তবে এইটুকু থাক?
বাকি কথা পরে হবে।

তখন অন্য মন অন্য আশা, অন্য ভাষা।
জানি না কি রূপ নেবে ভালবাসা।
তখন অন্য মন অন্য আশা, অন্য ভাষা।
জানি না কি রূপ নেবে ভালবাসা।
তুমি যদি মনে মনে মগ্ন হয়ে –
ফুলের শিশু হয়ে রও ঘুমিয়ে।
আমি সূর্যের হয়ে তোমাকেই যাব ছুঁয়ে –
সে কথাটি ভুল হয়ে যাবে?
আজ তবে এইটুকু থাক?
বাকি কথা পরে হবে।

আজ নয় গুন গুন গুঞ্জন প্রেমের
চাঁদ ফুল জোছনার গান আর নয়
ওগো প্রিয় মোর খোল বাহুডোর
পৃথিবী তোমারে চায়।

আর নয় নিস্ফল ক্রন্দন
শুধু নিজের স্বার্থের বন্ধন
খুলে দাও জানালা

BANGODARSHAN.COM

আসুক সারা বিশ্বের বেদনার স্পন্দন
ধরনীর ধুলি হোক চন্দন
টিকা তার মাথে আজ
পরে নাও পরে নাও পরে নাও।

কার ঘরে প্রদীপ জ্বলেনি
কার বাছার অন্ন মেলেনি
কার নেই আশ্রয় বর্ষায়
দিন কাটে ভাগ্যের ভরসায়
তুমি হও একজন তাদেরই
কাঁধে আজ তার ভার
তুলে নাও তুলে নাও তুলে নাও

আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাবো,
হারিয়ে যাবো আমি তোমার সাথে;
সেই অঙ্গীকারের রাখী পরিয়ে দিতে
কিছু সময় রেখো তোমার হাতে।

কিছু স্বপ্নে দেখা কিছু গল্পে শোনা
কিছু কল্পনা জাল এই প্রাণে বোনা;
তার অনুরাগের রাঙা তুলির ছোঁয়া
নাও বুলিয়ে নয়ন পাতে।

তুমি ভাসাও আমায় এই চলার স্রোতে
চিরসাথী হয়ে রইবে পথে।

তাই যা দেখি আজ সবই ভালো লাগে,
এই নতুন গানের সুরে ছন্দ রাগে;

BANGLADARSHAN.COM

কেন দিনের আলোর মত সহজ হয়ে –
এলে আমার গহন রাতে।

আজ হৃদয়ে ভালবেসে, লিখে দিলে নাম তুমি এসে
যেন সাগরে নদী মেশে ভরে দিলে মন তুমি এসে।

শেষ না হয় আবেশ – মন সেই তো চায়,
নিশিদিন স্বপ্ন মোর – দেখে শুধুই যায়।
নয়ন চায় যারে, পায় তারে, এ আঁধারে!
শূন্য জীবনে বধূর বেশে, লিখে দিলে নাম তুমি এসে।
যেন সাগরে নদী মেশে, ভরে দিলে মন তুমি এসে।

কত যে আলো ভরা সুদূর গগনে,
আজ এলে কাছে ওগো – এ শুভ লগনে!
সূর যে জাগে, অনুরাগে – দোলা লাগে!
যায় উড়ে মনে মন ভেসে, ময়ুরপঙ্খীতে যে দূর দেশে
আজ হৃদয়ে ভালবেসে, লিখে দিলে নাম তুমি এসে।

(ও) মিলন পিয়াসে, চেয়েছি ও মন যে,
সে তো মোর সাধনাতে, পেয়েছি ও মন যে!
আঁখি আঁখিপাতে, মধু রাতে, থেক সাথে,
ডেকে নাও কাছে তুমি এসে, মন নাও আরও কাছে এসে!
আজ হৃদয়ে ভালবেসে, লিখে দিলে নাম তুমি এসে।

BANGLADARSHAN.COM

আমি? আমার কথা?
আমার কথা শিশির ধোওয়া হাস্নুহানার কলি।
নীরব রাতে মৃদুল হাওয়ায় হয়তো কিছু বলি।
আমার কথা শিশির ধোয়া হাস্নুহানার কলি।
তার সুরভির স্বপ্ন তোমার চেনা –
চিরকালের ভালবাসায় কেনা।
আকাশ জ্বলে ঝরল কোথায়
তারার রূপাঞ্জলি।
নীরব রাতে মৃদুল হাওয়ায় হয়তো কিছু বলি।
আমার কথা শিশির ধোয়া হাস্নুহানার কলি।

আমায় যেমন তোমার মাঝে হারিয়ে গিয়েই খোঁজো
না বলা সব মনের আশা তেমনি করেই বোঝো।
সেই প্রণয়ের গভীরতায় রেখো
সেই চোখেতেই আমায় তুমি দেখো
ভুল কোরো না রাত্রি যদি না হয় চন্দ্রাবলী।
নীরব রাতে মৃদুল হাওয়ায় হয়তো কিছু বলি।
আমার কথা শিশির ধোয়া হাস্নুহানার কলি।

আমার গোপন ব্যথার মাঝে তোমায় খুঁজে পাই
আলোর বাঁশি বাজলে আমি তোমারে হারাই।
তোমারে হারাই।

তুমি কেবল দুখের রাতে
থাকো আমার মনের সাথে
তাই তো আমি এমন করে
তোমায় কাছে চাই।
তোমায় কাছে চাই।।

BANGODARSHAN.COM

আমার গোপন ব্যথার মাঝে তোমায় খুঁজে পাই।

তুমি আমার নিবিড় রাতের স্বপ্ন
তোমায় নিয়ে এ মন আমার আপন খেলায় মগ্ন।
তুমি আমার নিবিড় রাতের স্বপ্ন
তোমায় নিয়ে এ মন আমার আপন খেলায় মগ্ন।
ফাগুনে নয় শ্রাবণ দিনে
তাই তো এলাম এ পথ দিয়ে
চোখের জলের খেয়ায় ভেসে
তোমার কাছে যাই।
তোমার কাছে যাই।

আমার গোপন ব্যথার মাঝে তোমায় খুঁজে পাই
আলোর বাঁশি বাজলে আমি তোমারে হারাই।
তোমারে হারাই।

আমার মালতী লতা (ওগো) কি আবেশে দোলে
আমি সে কথা জানি না আমায় কেহ দেবে বলে।
আমার মালতী লতা ওগো কি আবেশে দোলে
আমি সে কথা জানি না আমায় কেহ দেবে বলে।

জানি না এ কি মায়া ছুঁয়েছে তারে
জানি না এ কি মায়া ছুঁয়েছে তারে
সেজেছে কেন ফুলে ফুলে পাতাবাহারে।
কেন দোলে ঢেউ তোলে, কেন দোলে হিল্লোলে।
আমার মালতী লতা ওগো কি আবেশে দোলে
আমি সে কথা জানি না আমায় কেহ দেবে বলে।

বুঝি না এ কি মায়া লেগেছে বনে --- ও ---

BANGLADARSHAN.COM

বুঝি না এ কি মায়া লেগেছে বনে
হয়েছে এত খুশী কেন বিনা কারণে
কেন দোলে ঢেউ তোলে কেন দোলে হিল্লোলে
আমার মালতী লতা ওগো কি আবেশে দোলে
আমি সে কথা জানি না আমায় কেহ দেবে বলে।
আমার মালতী লতা ----

আমার স্বপ্ন যে সত্যি হল আজ (আ-হা)
কাছে এল এতদিন দূরে ছিল যে
রঙে রঙে এ জীবন ভরে দিল সে।
আমার স্বপ্ন যে সত্যি হল আজ।

পাখি আর ভ্রমরের ভাষাতে
ভরে গেছি শুধু আলো আশাতে
আজ মন জাগে যেন ভালোবাসাতে –
কাছে ডাকো, কথা রাখ, নয় ভোল লাজ।

আকাশের রঙ ওই নীলাভ
এত খুশি কাকে আর বিলাব।
আজ তুমি আমি একই সুরে মিলাব।
মন ভোলে সুর দোলায় তুমি দোল আজ।

স্বপ্নেরই মায়াজাল বুনে যে
দিনক্ষণ গেছে কাল গুণে যে।
আজ এলে তুমি এই ফাল্গুনে যে
কাছে এসে ভালোবেসে মুখ তোল আজ।
আমার স্বপ্ন যে সত্যি হল আজ
কাছে এল এতদিন দূরে ছিল যে।
রঙে রঙে এ জীবন ভরে দিল সে।
আমার স্বপ্ন যে সত্যি হল আজ।

BANGLADARSHAN.COM

আমারও তো সাধ ছিল আশা ছিল মনে
ভালবাসা নিয়ে তুমি আসবে জীবনে।
তোমাকেই সঁপে দিয়ে মন আর প্রাণ।
জেনেছি গো ভালবাসা বিধাতারই দান,
তবে কেন দিলে ব্যথা তুমি এই মনে।

বিধাতার কাছে শুধু কেঁদে বলে যাই।
দুখ্ ছাড়া তব কাছে কিছু কি গো নাই।
পার না কি দিতে সুখ তুমি এই মনে।

ভালবাসা দাও ওগো মনেতে সবার
ভুবনটা ভরে যাবে আলোতে আবার–
ফুটুক আশার আলো নিরাশারই মনে।

আমি চলতে চলতে থেমে গেছি
আমি বলতে বলতে ভুলে গেছি।
যে কথা তোমাকে বলবো –
আমি সপ্তসিন্ধু পার হয়ে গোস্পদে বাঁধা পড়ে গেছি
বলনা কি করে চলবো।

জানি না, জানি না –
কতদিন কখন এমন লগন যে আসবে;
দুচোখ ভরে শুধু কাঁদবো আর বুনে যাব মুক্তো সোনা।
আমি পান্থ পান্থ সুদূরেরই

BANGODARSHAN.COM

আমি ক্লান্ত ক্লান্ত হয়ে গেছি
এ ব্যথা কাহারে বলবো।

এসো না, এসো না –
এ শ্যামল সজল কাজল উছল এ সন্ধ্যায়।
কিছুক্ষণ বসে বসে যাকনা আর ভুলে যাই যত ভাবনা।
আমি রিক্ত রিক্ত হয়ে গেছি
আমি মুক্ত হতে যে চেয়েছি
এ বাঁধন কি করে খুলবো!

আমি বলি তোমায় দূরে থাকো
তুমি কথা রাখো না
শুধু মনে মনে কাছে ডাকো
তুমি কেন ডাকো না?

কত যে তোমারে বোঝাবো তুমি বলো না
আ আ আ --তুমি আমার
আর আমি তোমার নয় ছলনা
(আহা) নয় সুরে সুরে আমার ছবি আঁকো না।

আমি বলি তোমায় দূরে থাকো
তুমি কথা রাখো না
শুধু মনে মনে কাছে ডাকো
তুমি কেন ডাকো না ?
এতীরে সহসা তরণী তুমি বেয়োনা -
আ আ আ --কূলে আমার
যদি লাগে জোয়ার ফিরে চেয়ো না
যদি চাও ভোলাতে গো আমায় ভুলে থাকো না।
থাকো না।

BANGOBARSHA.COM

আমি যে কে তোমার তুমি তা বুঝে নাও
আমি চিরদিন তোমারই তো থাকবো
তুমি আমার আমি তোমার
এ মনে কি আছে পারো যদি খুজে নাও।

আমি তোমাকেই বুকে ধরে রাখব
তুমি আমার আমি তোমার।
আমি যে কে তোমার তুমি তা বুঝে নাও
কেন আর সরে আছ দূরে কাছে এসে হাত দুটো ধর
কেন আর সরে আছ দূরে কাছে এসে হাত দুটো ধর
শপথের মন-কাড়া সুরে আমায় তোমারই তুমি কর
ও...ও ...
তোমার এ স্বপ্ন দুচোখে আমি আঁকবো।

চিরদিন তোমারইতো থাকবো
তুমি আমার আমি তোমার
আমি যে কে তোমার তুমি তা বুঝে নাও
ওপারের ডাক যদি আসে শেষ খেয়া হয় পাড়ি দিতে
ওপারের ডাক যদি আসে শেষ খেয়া হয় পাড়ি দিতে
মরণ তোমায় কোনদিনও পারবেনা কভু কেড়ে নিতে
ও...ও ...
সুখে দুঃখে আমি তোমাকেই কাছে ডাকবো
চিরদিন তোমারই তো থাকবো।
তুমি আমার আমি তোমার।
আমি যে কে তোমার তুমি তা বুঝে নাও
চিরদিন তোমারইতো থাকবো।
তুমি আমার আমি তোমার
আমি যে কে তোমার তুমি তা বুঝে নাও।

BANGLADARSHAN.COM

আমি শুইনি সারা রাত
মেলাতে নাচবো বলেই আজ
আয় না নাচবি কে রে –
আয় না সাথে নাচবি কে রে।

আমি ভেবে ভেবে যে মরি
মন নিয়ে এত দরাদরি
আমি কার ধরি হাত
যে হবে আমার, আমারই আজ।
তবেই আমি নাচি রে –
আয় না নাচবি কে রে।
আমি রূপের আগুন জ্বেলে দেব
আমি মনের মানুষ খুঁজে নেব।
দেখ বেঁধেছি ঘুঙরু আজ –
ভুলে সব লাজ, দেখাব নাচ
আয় না নাচবি কে রে।

আছি আজ হেথা কাল কোথা
যেথা বসবে মেলা যাব সেথা
ভালবাসা এনেছি আজ
আমি ধরবোই আজকে চাঁদ
আয় না নাচবি কে রে।

BANGODARSHAN.COM

আর যেন নেই কোন ভাবনা–
যদি আজ অকারণ কোথাও হারায় মন
জানি আমি খুঁজে তারে আর পাব না।
আর যেন নেই কোন ভাবনা –
যদি আজ অকারণ কোথাও হারায় মন
জানি আমি খুঁজে তারে আর পাব না।
আর যেন নেই কোন ভাবনা –

ভ্রমরের বেণু সুর তুলবে সেই সুরে মন আমার ভুলবে।----২
কহিবে ফাগুন যেন আমারে
আমি তোমার ভুবন ছেড়ে কভু যাব না।
আর যেন নেই কোন ভাবনা –
যদি আজ অকারণ কোথাও হারায় মন
জানি আমি খুঁজে তারে আর পাব না।
আর যেন নেই কোন ভাবনা –

জানিনা সে তো আমি জানিনা ---২
ওগো কোন সুদূরে আমায় বলাকারা ডাক দিয়ে যায় যে
কত কথা প্রাণে যেন জাগলো আপনারে কত ভালো লাগলো---২
আঁখিতে স্বপন আছে জড়ানো
আমি এ আবেশ কভু ফেলে দিতে চাবো না।
আর যেন নেই কোন ভাবনা –
যদি আজ অকারণ কোথাও হারায় মন
জানি আমি খুঁজে তারে আর পাব না।
আর যেন নেই কোন ভাবনা –

আষাঢ় শ্রাবণ মানে না তো মন
ঝর ঝর ঝর ঝর ঝরেছে

BANGLADARSHAN.COM

তোমাকে আমার মনে পড়েছে।
তোমাকে আমার মনে পড়েছে।

আলোর তরীটি বেয়ে দিন চলে যায়।
আঁধারের মন জ্বলে তারায় তারায়।
আমার এ মন কেন শুধু আকুলায়
বরষণ কোথা যেন হয়েছে।

দিও নাকো কোনো কিছু দিওনা আমায়।
সবকিছু পাওয়া হবে পেলে গো তোমায়।
চোখের জলেতে বেয়ে সুখ এলো তাই।
আজ মন মোহনায় মিশেছে।

এ দিন তো যাবে না মানা তুমি যতই কর।
এ দিন তো যাবে না মানা তুমি যতই কর।
যা ইচ্ছা বল না র'বে তুমি শর্ত কর।
এ দিন তো যাবে না মানা তুমি যতই কর।

বলিবে জানি তা, হ'ল দিন সারা
বলিবে জানি তা, হ'ল দিন সারা
তবুও তৃষিতা মনপ্রাণ সারা (গো)।
এ দিন তো যাবে না মানা তুমি যতই কর।

আজও শুনি বাজিছে অঙ্গে অঙ্গে রাগিণী
আজও ঘুমে মনে হয় কতদিন জাগিনি (গো)।
এ দিন তো যাবে না মানা তুমি যতই কর।
যা ইচ্ছা বল না র'বে তুমি শর্ত কর।
এ দিন তো যাবে না মানা তুমি যতই কর।

BANGLADARSHAN.COM

এই জীবন কখন দহন
কখন মগন – ভালবাসায়।
এই জীবন কখন দহন
কখন মগন – ভালবাসায়।
সুর বেঁধেছি সেধেছি কখন ছিঁড়েছে তার
ভগ্ন আশায়॥

এই আলো-ছায়া দোদুল দোলায়।
প্রেম বিরহ হাসি কাঁদন ভোলায়।
গভীর আরও কিছু তার ভরসায়॥
এই জীবন কখন দহন
কখন মগন – ভালবাসায়।
সুর বেঁধেছি সেধেছি কখন ছিঁড়েছে তার
ভগ্ন আশায়॥

আজ মনে মনে কোন বেদন নাই।
ধূপ জ্বলে জ্বলে হয়েছে ছাই।
স্মৃতির আকাশ ঢেকে যায় কুয়াশায়॥

এই জীবন কখন দহন
কখন মগন – ভালবাসায়।
সুর বেঁধেছি সেধেছি কখন ছিঁড়েছে তার
ভগ্ন আশায়॥
এই জীবন কখন দহন
কখন মগন – ভালবাসায়।

এই বৃষ্টিতে ভিজে মাঠে
চলো চলে যাই তুমি আমি,
দুজনেতে মজা করে
ঘুরে আসি পাশাপাশি।

BANGLADARSHAN.COM

এই বৃষ্টিতে ভিজে মাঠে .....

এ মন যে হলো এলোমেলো
এ বৃষ্টি ধারায় পাগল হাওয়ায়
ভরিয়ে দিল কানায় কানায়,
এ বৃষ্টিতে হৃদয় ভরে
দিলাম সবই উজার করে
হারিয়ে গেল আমার আমি
কখন মনের অগোচরে।
এ বৃষ্টিতে হৃদয় ভরে .....

এমন ভাবে কাছাকাছি
কখনও আসিনি তুমি আমি
নিবিড় করে কখনও পাইনি
এই বৃষ্টিতে ভিজে রাতে
একলা ঘরে অন্ধকারে
কথা দিলাম, কথা নিলাম
তুমি আমার, আমি তোমার ....
এই বৃষ্টিতে ভিজে রাতে
কথা দিলাম .....

একবার বিদায় দে-মা ঘুরে আসি।
একবার বিদায় দে-মা ঘুরে আসি,
হাসি হাসি পরব ফাঁসি
ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী।
আমি হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী।
একবার বিদায় দে-মা ঘুরে আসি–

কলের বোমা তৈরি করে
দাঁড়িয়ে ছিলেম রাস্তার
ধারে মা গো!
বড়লাটকে মারতে গিয়ে

BANGLADARSHAN.COM

মারলাম আরেক ইংল্যান্ডবাসী। –

হাতে যদি থাকতো ছোরা
তোর ক্ষুদি কি পরত ধরা মাগো!
রক্তে মাংসে এক করিতাম
দেখ জগতবাসী।
একবার বিদায় দে-মা ঘুরে আসি –

শনিবার বেলা দশটার পরে
জজকোর্টেতে লোক না ধরে, মাগো!
হল অভিরামের দ্বীপচালান
মা ক্ষুদিরামের ফাঁসি।
একবার বিদায় দে-মা ঘুরে আসি –

বারো লক্ষ তেত্রিশ কোটি
রইল মা তোর বেটাবেটি মাগো!
তাদের নিয়ে ঘর করিস মা
বউদের করিস দাসী।
একবার বিদায় দে-মা ঘুরে আসি –

দশ মাস দশদিন পরে
জন্ম নিব মাসীর ঘরে, মাগো
তখন যদি না চিনতে পারিস
দেখবি গলায় ফাঁসি।
ও মা তখন যদি না চিনতে পারিস
দেখবি গলায় ফাঁসি।
একবার বিদায় দে-মা ঘুরে আসি –
একবার বিদায় দে-মা ঘুরে আসি –

এবার আমি আমার থেকে আমাকে বাদ দিয়ে
অনেক কিছু জীবনে যোগ দিলাম।

BANGLADARSHAN.COM

ছোট যত আপন ছিল বাহির করে দিয়ে
ভুবনটারে আপন করে নিলাম।

সবার হরষে হাসি বেদনে কাঁদি।
বাধান-প্রিয়রে মুক্তির জালে বাঁধি।
সবার হরষে হাসি বেদনে কাঁদি।
বাঁধন-প্রিয়রে মুক্তির জালে বাঁধি।
সবই হারায়ে আবার সবই কিছু যে পেলাম।
সবই হারায়ে আবার সবই কিছু যে পেলাম।
এবার আমি আমার থেকে আমাকে বাদ দিয়ে
অনেক কিছু জীবনে যোগ দিলাম।
ছোট যত আপন ছিল বাহির করে দিয়ে
ভুবনটারে আপন করে নিলাম।

যখন যেখানে তখন সেখানে থাকি।
সুনীল আকাশে নিজের মাথারে ঢাকি।
যখন যেখানে তখন সেখানে থাকি।
সুনীল আকাশে নিজের মাথারে ঢাকি।
ঘরে ঘরে জননী, ভাই, ভগিনী পেলাম।
ঘরে ঘরে জননী, ভাই, ভগিনী পেলাম।
এবার আমি আমার থেকে আমাকে বাদ দিয়ে
অনেক কিছু জীবনে যোগ দিলাম।
ছোট যত আপন ছিল বাহির করে দিয়ে
ভুবনটারে আপন করে নিলাম।

এস এস এস প্রিয় এস আমার ঘরে।
আমার মনের অন্তপুরে স্বপ্ন ভেজা পথটি ধরে।
এস এস এস প্রিয় এস আমার ঘরে।
আমার মনের অন্তপুরে স্বপ্ন ভেজা পথটি ধরে।
এস এস এস প্রিয় এস আমার ঘরে।

কতদিন কতদিন –
কতদিন দেখিনি।

BANGODARSHAN.COM

কল্পনারই খোলা খাতায় একটি কথাও লিখিনি।
কতদিন কতদিন –
কতদিন দেখিনি।
কল্পনারই খোলা খাতায় একটি কথাও লিখিনি।
লেখ লেখ নতুন কথা
রাখব সুরে ভরে।
এস এস এস প্রিয় এস আমার ঘরে।

তুমি কার, আমি কার –
এখনও কি বোঝনি
বাইরে যখন হারিয়ে গেলাম
অন্তরে কি খোঁজনি।
ডাক ডাক আবার ডাক
ডাক নতুন করে।
এস এস এস প্রিয় এস আমার ঘরে।

এস, কাছে এস!
দেখ নিশুতি রাত কেমন ঘুমিয়ে আছে।
দেখ নিশুতি রাত কেমন ঘুমিয়ে আছে।
কিসের ভয়?
এই তো কাছে আসার সময়।
তুমি এস, এস, এস কাছে এস।

কতযুগ ধরে তোমারই প্রতীক্ষায়
দিন গুনেছি।
এই পাষাণপুরীতে নিজেরই কান্না নিজে শুনেছি।
তুমি এস, এস কাছে এস।

যেদিকে তাকাই শুধু আঁধার ধু-ধু করে।
ছায়ার মতই আমার তৃষা কেঁদে মরে।
তুমি এস, এস, এস কাছে এস।

BANGODARSHAN.COM

ও ঝর্ ঝর্ ঝর্ণা ও রূপালী বর্ণা
ওরে হারায়েছে প্রাণমন আমার
তুই একটুকু সর না।

ওই উপলে উপলে কোনখানে যে আমার মন –
শৈবালে শৈবালে ঢাকা কোনখানে আমার রতন –
তা তো জানি না।

ওই তোরই তীরে বসে বসে ওইখানে আমার স্বজন
তার ছায়া করেছিল যে তোর বুকেতে সন্তরণ –
চঞ্চলিত জলতরঙ্গে হারালো কোথা সে ধন
তা তো জানি না।

ও তুই নয়নপাখি আমার রে
বলো কোথায় যাবি রে
দুই ডানারে ঝটপট ঝটপট
কইরা মরো রে
কাহারই লাগিয়া কাহারই লাগিয়া।
ও তুই নয়নপাখি আমার রে
বলো কোথায় যাবি রে
দুই ডানারে ঝটপট ঝটপট
কইরা মরো রে
কাহারই লাগিয়া কাহারই লাগিয়া।
ও তুই নয়নপাখি আমার রে –

আহা রে –
কার নয়নে বাসা বাইন্ধা
বুঝি ভাইঙ্গাছে

BANGLADARSHAN.COM

আহা রে –
কার নয়নে বাসা বাইন্ধা
বুঝি ভাইঙ্গাছে
উড়িবার না চাই পাখি তাই
আকুল কইরাছে
তবু যে ক্যানো ঝরঝর ঝরঝর
কাইন্দা মরো রে
কাহারই লাগিয়া কাহারই লাগিয়া
তুই নয়নপাখী আমার রে –

আহা রে –
কার স্বপন তুমি দেইখাছো
নিশি জাগিয়া
আহা রে –
কার স্বপন তুমি দেইখাছো
নিশি জাগিয়া
কেন এমন বিপদ বন্ধু নিলি মাগিয়া
তারই লাগি ছটফট ছটফট
কইরা মরো রে
কাহারই লাগিয়া কাহারই লাগিয়া ---
তুই নয়নপাখী আমার রে –
ও তুই নয়নপাখী আমার রে
বলো কোথায় যাবি রে
দুই ডানারে ঝটপট ঝটপট
কইরা মরো রে
কাহারই লাগিয়া কাহারই লাগিয়া।
ও তুই নয়নপাখি আমার রে –

ও পলাশ, ও শিমুল
কেন এ মন মোর রাঙালে;

BANGLADARSHAN.COM

জানিনা জানিনা
আমার এ ঘুম কেন ভাঙালে।

যার পথ চেয়ে দিন গুনেছি,
আজ তার পদধ্বনি শুনেছি;
ও বাতাস –
কেন আজ বাঁশী তব বাজায়ে
দিলে তুমি এ হৃদয় সাজায়ে।

যায় বেলা যাক্ না
আঁখি দুটি থাক না
সুন্দর স্বপনে মগ্ন;
যেন এলো আজ এই শুভলগ্ন।

এ জীবনে যতটুকু চেয়েছি,
মনে হয় তারো বেশী পেয়েছি;
ও আকাশ –
কেন আজ এত আলো ছড়ায়ে –
আমারে যে দিলে তুমি ভরায়ে।

ও প্রজাপতি প্রজাপতি পাখনা মেলো
আমার এই মনের আঁধার কোণে কোণে
রঙে রঙে রঙমশাল জ্বাল।

বহে না মন্দ বাতাস ছন্দবিহীন অন্ধ সে আজ।
বনে বনে কোয়েল দোয়েল বন্ধ সে আজ।
মনে পড়ে না –
জীবনের সজল সজল উজল উছল নদী

BANGODARSHAN.COM

সে কখন কি কারণ শুখায়ে গেল॥

জানি না আর কোনদিন তেমনি রঙীন সব বেদনা
হবে কি না হবে তেমন সংবেদনা।
ঘুমিয়ে ছিলাম –
এ জীবন শিয়রে মোর কখন বসে বসে –
হতাশে হতাশে ফিরিয়া গেল॥

ও বাঁশী হায়!
বাঁশী কেন গায় আমারে কাঁদায়
কে গেছে হারায়ে স্মরণের বেদনায়
কেন মনে এনে দেয়। আ – আ –

ও বাঁশী !
কখনও আনন্দ ছিল জীবনের ছন্দে
হৃদয় মাতাল হতো ফাগুনের গন্ধে।
সে যেন কোথায় আমি বা কোথায়
যদি না জানায়।
বাঁশী কেন গায় আমারে কাঁদায়
কে গেছে হারায়ে স্মরণের বেদনায়
কেন মনে এনে দেয়। আ – আ –

ও বাঁশী!
তমাল কদম্ব আমার গোপিনী সখিনী
যমুনা উজান গেছে আর তো দেখিনি।
সবই যদি যায় ধূলিতে মিলায়
তবু কেন হায়।
বাঁশী কেন গায় আমারে কাঁদায়
কে গেছে হারায়ে স্মরণের বেদনায়
কেন মনে এনে দেয়। আ – আ –

BANGODARSHAN.COM

BANGLADARSHAN.COM

ও মোর ময়না গো ও মোর ময়না গো
কার কারণে তুমি একেলা?
কার বিহনে বিহনে দিবানিশি যে উতলা ?
সে তো আসবে না সে তো ফিরবে না ফিরবে না।
ও মোর ময়না গো –

দূর্ দূর্ দূর্ দুর্ পানে আনমনে চাহিয়া
কি বিরাগের রাগিনী যাও গাহিয়া
দূর্ দূর্ দূর্ দুর্ পানে আনমনে চাহিয়া
কি বিরাগের রাগিনী যাও গাহিয়া
সবুজে সবুজে ভরা বনানী ফুরাবে ফাগুন বুঝি জাননি?
সবুজে সবুজে ভরা বনানী ফুরাবে ফাগুন বুঝি জাননি ?
হায়রে হায়রে বুঝি তা জাননি
ময়না গো!
ও মোর ময়না গো!
কার কারণে তুমি একেলা?
কার বিহনে বিহনে দিবানিশি যে উতলা?
সে তো আসবে না সে তো ফিরবে না ফিরবে না
ও মোর ময়না গো!

ঝর্ ঝর্ ঝর্ দু নয়ন ঝর্ঝর্ ঝরায়ে
কেন থাকো, বিষাদে মন ভরায়ে?
ঝর্ ঝর্ ঝর্ দু নয়ন ঝর্ঝর্ ঝরায়ে
কেন থাকো, বিষাদে মন ভরায়ে?
যা কিছু হারায়ে গেল যাক না
নীল আকাশে মেলো পাখনা।
যা কিছু হারায়ে গেল যাক না

নীল আকাশে মেলো পাখনা।
দাওরে দাওরে মেলে পাখনা।
ময়না গো!
ও মোর ময়না গো!
কার কারণে তুমি একেলা ?
কার বিহনে বিহনে দিবা নিশি যে উতলা ?
সে তো আসবে না সে তো ফিরবে না ফিরবে না
ও মোর ময়না গো –

ওই গাছের পাতায় রোদের ঝিকিমিকি
আমায় চমকে দাও, দাও, দাও
আমার মন মানে না দেরী আর সয় না।

ঐ যে ঘুম পাহাড় ও ও ও –।
জেগে বেশ ঘুমিয়ে থাকে কে আমার কাছে থাকে।
কে আমার গানের কথার মানে বোঝে না।
আমার মন মানে না দেরী আর সয় না।

ঐ যে নীল আকাশ ও ও ও –।
সে এখন শুধুই হাসে তার কি যায় বা আসে।
আমি যে চেনা দিয়েও রইব অচেনা।
আমার মন মানে না দেরী আর সয় না।

BANGLADARSHAN.COM

ওগো আর কিছু তো নয়,
বিদায় নেবার আগে তাই
তোমারি নয়নে পাওয়া তোমারি সুরে গাওয়া
এ গান খানি রেখে যাই।

বরষা হয়ে তুমি আকাশ ভরে
হৃদয় মরুতে মম পরেছ ঝরে।
সরস করিয়া মোরে যে ফুল ফোটালে ভোরে
এ মালা তারি রেখে যাই।

জানিনা কখন মন হারায়ে গেল
সকলি হারায়ে বুঝি সকলি পেল
আজিকে আশার নদী হুতাশে শুখাল যদি
এ হৃদি টুকু রেখে যাই।

ওগো আর কিছু তো নয়,
বিদায় নেবার আগে তাই
তোমারি নয়নে পাওয়া তোমারি সুরে গাওয়া
এ গান খানি রেখে যাই।।

ওগো মা গঙ্গা মাগো মা গঙ্গা
দিনু ভাসায়ে মোর স্বজনে
তুমি দেখো তারে।
ওগো মা গঙ্গা মাগো মা গঙ্গা
দিনু ভাসায়ে মোর স্বজনে
তুমি দেখো তারে।

সে যে স্বপ্ন সাধের আমারই
চোখের মণি সে যে আমারই
যেন সে তোমারই দ্বারে।
ওগো মা গঙ্গা মাগো মা গঙ্গা
দিনু ভাসায়ে মোর স্বজনে

BANGLADARSHAN.COM

তুমি দেখো তারে।

যদি তুফান ধাইয়া আসে
ঝঞ্ঝা বাদল ছাইয়া আসে
ঘুর্ণি ঘিরে ধরে তারে
বুকেতে রেখো গো তারে।
ওগো মা গঙ্গা মাগো মা গঙ্গা
দিনু ভাসায়ে মোর স্বজনে
তুমি দেখো তারে।

গঙ্গা গো আমার মা জননী
শঙ্কাতে মরি দিন রজনী
নিদ্রা যে নাই মোর চোখে
ফিরায়ে দিও গো পারে।
ওগো মা গঙ্গা মাগো মা গঙ্গা
দিনু ভাসায়ে মোর স্বজনে
তুমি দেখো তারে।
সে যে স্বপ্ন সাধের আমারই
চোখের মণি সে যে আমারই
যেন সে তোমারই দ্বারে।
ওগো মা গঙ্গা মাগো মা গঙ্গা
দিনু ভাসায়ে মোর স্বজনে
তুমি দেখো তারে।

ওঠো ওঠো সূর্যাই রে ঝিকিমিকি দিয়া
কালকে তুমি আঁধার রাতে কোথায় ছিলে গিয়া (রে)।
আ আ আ আ –

BANGODARSHAN.COM

ভোরের হাওয়া দোলা দিয়ে কি যে সাড়া জাগায়।
জানি না তো মনে আমার কিসের ছোঁয়া লাগায়।
ভোরের হাওয়া দোলা দিয়ে কি যে সাড়া জাগায়।
জানি না তো মনে আমার কিসের ছোঁয়া লাগায়।
(ও) তোমার ছোঁয়া সূর্যাই রে আকুল করে হিয়া।
কালকে তুমি আঁধার রাতে কোথায় ছিলে গিয়া।
ওঠো ওঠো সূর্যাই রে ঝিকিমিকি দিয়া
কালকে তুমি আঁধার রাতে কোথায় ছিলে গিয়া।

সকাল হলে ডাকে পাখি ফুলকে বলে ফোটো
আকাশেতে যাবো উড়ে ঘর যে আমার ছোট
ও ও ও –
(ও) তোমায় ভাবি সূর্যাই রে রাখি গো ধরিয়া
কালকে তুমি আঁধার রাতে কোথায় ছিলে গিয়া।
ওঠো ওঠো সূর্যাই রে ঝিকিমিকি দিয়া।
কালকে তুমি আঁধার রাতে কোথায় ছিলে গিয়া।

(ও) ঝিরিঝিরি ঝরনা ঝড়ে মন যে ওঠে মেতে।
মাতাল সুরে বাঁশি বাজে শুনি কান পেতে।
ঝিরিঝিরি ঝরনা ঝড়ে মন যে ওঠে মেতে।
মাতাল সুরে বাঁশি বাজে শুনি কান পেতে
ও ও ও –
খোলো আঁখি সূর্যাই রে আলোর মালা নিয়া।
কাল কে তুমি আঁধার রাতে কোথায় ছিলে গিয়া।
ওঠো ওঠো সূর্যাই রে ঝিকিমিকি দিয়া।
কালকে তুমি আঁধার রাতে কোথায় ছিলে গিয়া।
কোথায় ছিলে গিয়া। কোথায় ছিলে গিয়া। কোথায় ছিলে গিয়া।
আ – আ – আ – আ – আ – আ – আ – আ – আ – আ – আ –

BANGLADARSHAN.COM

ওরে ওরে ও – ওরে মন ময়না
কয়না কথা কয়না
ব্যথা তার বুঝি আর সয় না
তাই ঘরে মন রয় না।
বল না কি হয়েছে রে, ব্যথা কে দিয়েছে রে
কেন নয়ন ভরো ভরো, হৃদয় থরো থরো
বল না শুধু বল না ময়না –।

ওরে ওরে ও –
জীবন জরজর পাতা ঝরঝর
তবু শিকল খোলে না তো বাঁধা পশুর মতো
ঘুরি আপন সীমানায় চলে দিন-রজনী যায় –
কেন সাধের তরণীতে দূরেতে ভেসে ভেসে
স্বপ্ন চলে যায়রে বল না –।

ওরে ওরে ও –
অন্তবিহীন পথে, হৃদয় মনোরথে
চলে যেতে যেতে দেখি ময়না আমার একি!
কাঁদে ঝরঝরিয়ে হায়, কাঁপে থরথরিয়ে হায়
কেন শেষ বিদায় দিতে সকলই ছেড়ে দিতে
দ্বন্দ্ব কেন বল না ময়না –।

ওরে মন পাখি, কেন ডাকাডাকি,
তুই থাক্ না রে গোপনে।
ওরে মন পাখি, কেন ডাকাডাকি,

BANGOBARSHA.COM

তুই থাক্ না রে গোপনে।
তোর উড়তে আছে মানা রে বন্ধু
এই খোলা আশমানে।
তুই থাক্ না রে গোপনে।
ওরে মন পাখি –

উড়তে মানা আকাশে তোর
বসতে মানা ডালে,
বাসা বাঁধিতেও মানা কি আছে কপালে –
বলি, ঝড়ে হারাতে তো মানা নাই?
ওরে মন পাখি, কেন ডাকাডাকি,
তুই থাক্ না রে গোপনে।
ওরে মন পাখি –

চক্ষের জল ফেলতে মানা,
সুখের কথা ভাবতে মানা,
মরিতে তো মানা নাই?
ভাসতে মানা অকূলে তোর,
ডুবতে মানা জলে,
কূল ভাঙিতেও মানা কি আছে কপালে –
বলি, স্রোতে হারাতে তো মানা নাই?
ওরে মন পাখি, কেন ডাকাডাকি,
তুই থাক্ না রে গোপনে।
ওরে মন পাখি –

কত নিশি গেছে নিদহারা ওগো কত ফুল গেছে ঝরে;
বুঝি গো আমার সে কথাটি বলা হয় নি তেমন করে।

BANGLADARSHAN.COM

ভ্রমর যে কথা মাধবীর কানে চুপি চুপি বলে, কেউ কি তা জানে
শুধু দেখি তার সকল মুকুল মাধুরীতে ওঠে ভরে।
কত নিশি গেছে নিদহারা ওগো কত ফুল গেছে ঝরে;
বুঝি গো আমার সে কথাটি বলা হয় নি তেমন করে।

নীরব রাতের প্রহর জ্বলেছে বিরহ নিশ্বাস ফেলে
ভাঙা এ বাসরে মিছে পথ চেয়ে কী হবে প্রদীপ জ্বেলে।
ঊষর মরুর দিগন্ত পানে আশার আলেয়া শুধু কাছে টানে;
তারই ছলনায় পথ বেয়ে যাই সারাটি জীবন ধরে।
কত নিশি গেছে নিদহারা ওগো কত ফুল গেছে ঝরে;
বুঝি গো আমার সে কথাটি বলা হয় নি তেমন করে।

কি লিখি তোমায়?
প্রিয়তম!
কি লিখি হুঁ হুঁ?
কি লিখি তোমায়?
তুমি ছাড়া আর কোন কিছু ভাল লাগে না আমার।
কি লিখি তোমায় হুঁ হুঁ?
কি লিখি তোমায় হুঁ হুঁ?

কৃষ্ণচূড়ার বনে ছায়াঘন পথ আঁকাবাঁকা পা-য়
আমার আঙিনা থেকে চলে গেছে তোমার মনে।
কৃষ্ণচূড়ার বনে ছাঁয়াঘন পথ
আমার আঙিনা থেকে চলে গেছে তোমার মনে।
বসে আছি বাতায়নে তোমারি আশায়।
কি লিখি তোমায় হুঁ হুঁ?
কি লিখি তোমায় হুঁ হুঁ?

BANGLADARSHAN.COM

ভালবাসা নিশিরাতে ডাক দিয়ে যায়
কত কথা কয়।
তোমার আসার কথা লেখা আছে সব কিনারায়।
ভালবাসা নিশিরাতে ডাক দিয়ে যায়
তোমার আসার কথা লেখা আছে সব কিনারায়।
গুন গুন করে মন ব্যথারও ছায়ায়
কি লিখি তোমায় হুঁ হুঁ?
কি লিখি তোমায় হুঁ হুঁ?
তুমি ছাড়া কোন কিছু ভাল লাগেনা আমার।
কি লিখি তোমায়?

(হায়) কি যে করি!
দূরে যেতে হয় তাই
সুরে সুরে কাছে যেতে চাই
হায় কি যে করি!
দূরে যেতে হয় তাই
সুরে সুরে কাছে যেতে চাই
হায় কি যে করি!

কখনো সঘন বাদলের পরে
প্রেমলিপি লিখি বিজলী আখরে
কখনো সঘন বাদলের পরে
প্রেমলিপি লিখি বিজলী আখরে
কখনো দখিনা পবনে
আমার ব্যাথাটুকু রেখে যাই।
কি যে করি! কি যে করি!

কি যে করি বল এত আশা লয়ে
বোবা হয়ে মরি এত ভাষা লয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

কি যে করি বল এত আশা লয়ে
বোবা হয়ে মরি এত ভাষা লয়ে।

তোমার আমার এমনি এ খেলা
দুকূলে দুজনে বেয়ে যাবো ভেলা।
তোমার আমার এমনি এ খেলা
দুকূলে দুজনে বেয়ে যাবো ভেলা।
কখনো সহসা ঢেউয়ে ঢেউয়ে মিলে
কিছু ছোঁয়া যদি পাই।
কি যে করি!
দূরে যেতে হয় তাই
সুরে সুরে কাছে যেতে চাই
(হায়) কি যে করি!
কি যে করি।

কিছু তো চাহিনি আমি
শুধু চেয়ে চেয়ে থাকি।
যদি কিছু বল
আমি ছলছল চোখে
স্বপন সাজায়ে
এ জীবন বয়ে যাব
বাকি দিনযামি।

কিছু তো চাহিনি আমি
শুধু চেয়ে চেয়ে থাকি।
যদি কিছু বল
আমি ছলছল চোখে
স্বপন সাজায়ে
এ জীবন বয়ে যাব

BANGLADARSHAN.COM

বাকি দিনযামি।
কিছু তো চাহিনি আমি –

এই মন কি যে চাহে
সে তো নিজেও জানে না।
তবু কিছুতে সে মানে না।
তারায় তারায় দেখে শুধু
সে যে তোমার আঁখি তারা।
ভুবন আমার সে যে শুধু
তোমার পথগামী।

দাও না দাও না দাও না
আমার জীবন ভরে দাও না।
নাও না আমার সবই
নাও গো নাও
আমার সকল শূন্য করে।
আমি আবার যাব ভরে।
সুরহীনা মনোবীণা
রবে না কো থামি।

কিছু তো চাহিনি আমি
শুধু চেয়ে চেয়ে থাকি।
যদি কিছু বল
আমি ছলছল চোখে
স্বপন সাজায়ে
এ জীবন বয়ে যাব
বাকি দিনযামি।
কিছু তো চাহিনি আমি।

BANGLADARSHAN.COM

কৃষ্ণচূড়া শোন শোন শোন
সারাবেলা দোলায় তোকে ক্ষ্যাপা হাওয়া যে
তার পায়ের শব্দ যায় না শোনা
(তার) পাতার আওয়াজে।

আমার এই লাল লাল লজ্জা চুরি করে
তুই দিব্বি দেখি কনে সাজিস
আমারই লাল ঘোমটা পরে
তাই শ্বশুরঘরে আমার তো আর হয় না যাওয়া যে।

হিংসেতে তুই মরিস শুধুই জ্বলে
হায় আমার সিঁথি সাদাই থাকে, তুই সিঁদুরে লাল হলেই
আমার চোখের বিছানাতে তাকে হয় না পাওয়া যে।

কে প্রথম কাছে এসেছি কে প্রথম চেয়ে দেখেছি
কিছুতেই পাই না ভেবে কে প্রথম ভালবেসেছি
তুমি না – আমি?

ডেকেছি কে আগে কে দিয়েছে সাড়া
কার অনুরাগে কে গো দিশাহারা
কে প্রথম মন জাগানোর সুখে হেসেছি
তুমি না – আমি?

কে প্রথম কথা দিয়েছি
দুজনার এ দুটি হৃদয় একাকার করে নিয়েছি।

শুরু হল কবে এত চাওয়া পাওয়া

BANGODARSHAN.COM

একই অনুভবে একই গান গাওয়া।
কে প্রথম মন হারানোর স্রোতে ভেসেছি
তুমি না – আমি?

কে যাবি আয় ওরে আমার সাধের নায়
ও সে রাঙা আশার পাল তুলে ঝিকিমিকি যায় –
আয়রে আয়!

আকাশ তারই অনুরাগে মেঘে মেঘে রাঙে
বাতাস তারই আভাসে গায় তরঙ্গেরই গানে
তারই তরে হৃদয় মেলে নয়ন-প্রদীপ জ্বেলে
বধুরা পথ চায়।

ময়ূরপঙ্খী নহে আমার শুধু ছোট্ট তরী
তাহার ছেঁড়া পালের দড়ি।
ভাঙা হালে টলমল ঢেউয়ে উঠি পড়ি
আমি তবু কি হাল ছাড়ি।
জানি অথৈ সাগর অবহেলেই দেব পাড়ি।

কে যেন গো ডেকেছে আমায়
মানে না নয়ন কেন ফিরে ফিরে চায়।

মরমিয়া মরমিয়া, মরমিয়া কেন
লাগে না যে ভালো লাগে না,

BANGODARSHAN.COM

ফাগুন কেন ভালো লাগে না
(হায়) ফাগুন আগুন লাগে মন কোন কাজে লাগে না।
কি করিতে কি যে হয়ে যায়।
মানেনা নয়ন কেন ফিরে ফিরে চায়।

দরদিয়া বল, দরদিয়া বল বল বল বল
সে কি এলো সে কি এলো না।
এলো না কেন বোঝে না যে মন।
মন যদি বোঝে তবু এ নয়ন কেন বোঝে না।
পথপানে চেয়ে দিন যায়।
মানে না নয়ন কেন ফিরে ফিরে চায়।

কেন কিছু কথা বল না?
শুধু চোখে চোখে চেয়ে
যা কিছু চাওয়ার আমার,
নিলে সবই চেয়ে, একি ছলনা!
কেন কিছু কথা বল না?
শুধু চোখে চোখে চেয়ে
যা কিছু চাওয়ার আমার,
নিলে সবই চেয়ে, একি ছলনা!
কেন কিছু কথা বল না?

যত দূর দূর থাক, শুধু যে চেয়ে থাক
যত দূর দূর থাক, শুধু যে চেয়ে থাক
সে চাওয়ায় আমার আকাশ, আমার বাতাস ভরে রাখ
একি ছলনা! একি ছলনা!
কেন কিছু কথা বল না?

কেন কিছু কথা বল না?

BANGLADARSHAN.COM

না বলে যা যাও বলে
ভাষাহীনা ভাষার বেদনা!
কেন কিছু কথা বল না?

যত সুর না গেয়ে গাও, যে বাঁশী প্রাণে বাজাও;
যত সুর না গেয়ে গাও, যে বাঁশী প্রাণে বাজাও;
সে সুরের সুরায় মদির হল যে মন কোথায় উধাও।
একি ছলনা! একি ছলনা !
কেন কিছু কথা বল না?
শুধু চোখে চোখে চেয়ে
যা কিছু চাওয়ার আমার,
নিলে সবই চেয়ে!
একি ছলনা!
কেন কিছু কথা বল না?

বঁধুয়া বল বল বঁধুয়া –
কেন গেল পরবাসে বল বঁধুয়া?---
গরজে বরষে মানে না যে তরসে হিয়া।

মিছে এই ফুলসাজ, ভুল সবই ভুল;
দেব না তো কবরীতে মালতী বকুল।
কী হবে কলস ভরে গিয়ে যমুনায়?
বলে দে, বলে দে সখী ওরে যেন আসে না।
কেন গেল পরবাসে বল বঁধুয়া?---

কার অভিসার বল কার পথ চায়----
কূল ভেঙ্গে বারে বারে কার পানে যায়।
জানি বাঁশি বাজাতেই, মন বোঝে না।
বলে দে, বলে দে সখী ওরে যেন ডাকে না।
কেন গেল পরবাসে বল বঁধুয়া?---

BANGLADARSHAN.COM

কেন গেল পরবাসে বল বঁধুয়া?---
গরজে বরষে মানে না যে তরসে হিয়া।
কেন গেল পরবাসে বল বঁধুয়া?---

কেন যে কাঁদাও বারে বারে
থেমেছে ক্রন্দনে ছন্দহীনা বীণা।
তবু কেন তুমি আবার তারে
বাজাও কি সুরের সন্ধানে জানি না।

বল কেমন করে আজ রাখি ধরে
মন-পাখী আজ বিবাগী তারে কিসের জোরে।
বৃথাই শুধু এ নয়ন ঝরে
চলে গেছে সরে যারা দূরে সুরে সুরে ডেকো না।

কি যেন সে কথা কবে কানে কানে
বলে ভুলে গেছ চলে দূরে কিসের টানে।
কুহু কুহু কোকিলার গানে
আজ তারে মনে, অকারণে ক্ষণে ক্ষণে এনো না।

গোপীজন মনচোর গিরিধারী নাগর
রাখো মিনতি তব পায়।
ও রায় ! রাখো মিনতি রাঙা পায়।
গোপীজন মনচোর গিরিধারী নাগর
রাখো মিনতি তব পায়।

BANGODARSHAN.COM

ও রায় ! রাখো মিনতি রাঙা পায়।

প্রেম পরশ লাগি যুগ যুগ অনুরাগী
অন্তর কাঁদে বেদনায়।
রাখো মিনতি তব পায়।

তুলসী কুসুম দলে রক্ত চরণ তলে
পুলকিত তনু মন প্রাণ।
হে হরি মাধব দাও হে করুণা তব
ঘুচাও বিরহ অভিমান।
যমুনা পুলিনে শ্যাম মুরলীতে অবিরাম
রাধা নামে সুর মুরছায়।
রাখো মিনতি তব পায়।
গোপীজন মনচোর গিরিধারী নাগর
রাখো মিনতি তব পায়।
ও রায় ! রাখো মিনতি রাঙা পায়।

নীল জলদসম কুন্তল অনুপম
শোভে তায় শ্যাম শিখীপাখা।
নীল জলদসম কুন্তল অনুপম
শোভে তায় শ্যাম শিখীপাখা।
থির বিজুরী শিখা ললাটে চাঁদের টীকা
বরতনু চন্দন মাখা।
দাও প্রভু দরশন তাপিত এ চিত মন
বিনতি চরণে শ্যামরায়।
রাখো মিনতি তব পায়।
গোপীজন মনচোর গিরিধারী নাগর
রাখো মিনতি তব পায়।
ও রায় ! রাখো মিনতি রাঙা পায়।

BANGLADARSHAN.COM

চঞ্চল মন আনমনা হয় যেই তার ছোয়া লাগে।
ভোরের আকাশে আলো দেখে পাখী যেন জাগে।

সারাদিন রিমঝিম ঝিম কত বৃষ্টি
কত বৃষ্টি হয়েছে মন জুড়ে।
দিশাহারা কোন পাতা যেন
ঝড়ের মুখেতে গেল উড়ে।
চোখের পাতায় এত স্বপ্নের ভীড় হয়নি তো আগে।
ভোরের আকাশে আলো দেখে পাখী যেন জাগে।
চঞ্চল মন আনমনা হয় যেই তার ছোয়া লাগে।

গুন গুন গুন গানে।
ফুলে এসে বসা ভ্রমরের মত তার মন।
এসে বসে মোর মনে।
আমি সবকিছু ভুলে গেছি গুন গুন গুন গানে।
উচ্ছল মন তোলপাড় অনাসৃষ্টি
অনাসৃষ্টি চলেছে সেই থেকে।
বুঝিনি তো ভুল হয়ে গেছে ঝড়ের মেঘেতে মন রেখে
পিঞ্জর ভেঙ্গে উড়বার নেশা এত হয় নি তো আগে।
ভোরের আকাশে আলো দেখে পাখী যেন জাগে।
চঞ্চল মন আনমনা হয় যেই তার ছোয়া লাগে।

চঞ্চল ময়ূরী এ রাত ----
বঁধু যেতে দিও না,
কানায় কানায় ভরে যাওয়া রাত
যেন যেতে দিও না।

BANGLASHONGEET.COM

রাত বঁধু যেতে দিও না।
চোখের পাতায় ধরে রাখা রাত বঁধু যেতে দিও না।
রাত বঁধু যেতে দিও না।

কেন ঘুম আসে না --- ---- কেন ঘুম আসে না
কত স্বপ্ন ঘিরে ঘিরে আসে,
মধুর আবেশ নিয়ে বঁধুয়া গো ফিরে ফিরে আসে।
পরশে পরশে এই থেমে থাকা রাত
যেন যেতে দিও না।
রাত বঁধু যেতে দিও না।
চঞ্চল ময়ূরী এ রাত ----
বঁধু যেতে দিও না।

চোখে চোখ রাখো না ---- চোখে চোখ রাখো না
মনে মন রাখো শীতল করিতে।
মরমী গো তুমি পথ ভুলে যাবে ফিরে যেতে
নয়নে নয়ন রেখে মরে যাওয়া রাত যেন
যেতে দিও না।
রাত বঁধু যেতে দিও না।
চঞ্চল ময়ূরী এ রাত ----
বঁধু যেতে দিও না।

চন্দ্র যে তুই মোর সূর্য যে তুই
আমার এ আঁখিতে তারা যে তুই।

চন্দ্র যে তুই মোর সূর্য যে তুই
আমার এ আঁখিতে তারা যে তুই।
সুখী হয় মন মোর তোকে দেখে

BANGODARSHAN.COM

দূর নীলে আলোর ইশারা যে তুই।
চন্দ্র যে তুই মোর সূর্য যে তুই।

লক্ষ্মীটি কোলে আয়
মোর স্নেহের দুলাল যে তুই।
লক্ষ্মীটি কোলে আয়
মোর স্নেহের দুলাল যে তুই।
দিস নে ব্যাথা ওরে যাদুমণি
ব্রজেরই গোপাল রাখাল যে তুই।
রত্ন যে হায় কতো সুন্দর যে তুই
ছোট্ট তুই স্নেহের ফোয়ারা যে তুই।
চন্দ্র যে তুই মোর সূর্য যে তুই।

মেঘ হয়ে ভাসবি ওরে
মাণিক আকাশে দূরে।
মেঘ হয়ে ভাসবি ওরে
মাণিক আকাশে দূরে।
আমি জানি খোকন হয়ে বড়
তুই পক্ষীরাজেতে যাবি উড়ে
সবাই তোকে দেখে বলবে হেসে
স্নেহময়ী গঙ্গার ধারা যে তুই।
চন্দ্র যে তুই মোর সূর্য যে তুই
আমার এ আঁখিতে তারা যে তুই।
সুখী হয় মন মোর তোকে দেখে
দূর নীলে আলোর ইশারা যে তুই।
চন্দ্র যে তুই মোর সূর্য যে তুই।

চলে যেতে যেতে দিন বলে যায়
আধাঁরের শেষে ভোর হবে

BANGODARSHAN.COM

হয়তো পাখীর গানে গানে।
তবু কেন মন উদাস হল?

হয়তো বা সব আলো মুছে যাবে
হয়তো বা থাকবে না সাথে কেউ। –
ও ও –
হয়তো বা মাঝপথে পথটাও ফুরিয়ে যাবে
চোখের জলের কথা শুনবে না কেউ।
ভোরের আলোর কথা ভেবে
স্বপ্ন দিয়ে সাজাতে সাজাতে রাত পার হয়ে যাব।

হয়তো বা কান্নারও শেষ আছে
বুঝি আমি এসে গেছি কিনারায়। –
ও ও –
একদিন মাঝরাতে রাতটাও ফুরিয়ে যাবে।
খুশীর বন্যা এসে ভাসাবে আমায়
আলোর জোনাকী জ্বেলে জ্বেলে।
স্বর্গ আমার সাজাতে সাজাতে রাত পার হয়ে যাব।
চলে যেতে যেতে দিন বলে যায়
আধাঁরের শেষে ভোর হবে
হয়তো পাখীর গানে গানে।
তবু কেন মন উদাস হল?
চলে যেতে যেতে দিন বলে যায় –

জাগো – অলস শয়ন ছাড়
সঙ্কোচ সংহার, নবারুণ রঙে রাঙো
প্রভাত আলোর ডমরু যে বাজে।
জাগ্‌রে জাগ্‌রে জাগ্‌ জাগ্‌ নব মন্ত্রে
প্রভাত সূর্যের গম্ভীর মন্দ্রে

BANGLADARSHAN.COM

জাগ্‌রে জাগ্‌রে জাগ্‌রে
জাগ্‌রে জাগ্‌রে জাগ্‌ জাগ্‌

জাগো মোহন প্রীতম জাগো
রজনী পোহায়ে গেল, নয়ন কমল মেল।
তিমির বিদার করি এস হে জ্যোতির্ময়
দূর কর মূঢ় গ্লানি কর দূর সংশয়
অমানিশা ভ্রান্তির কর সংক্রান্তি।

আকাশে বাতাসে শোন মুক্তির বন্দন
কিসেরি এ দ্বিধা আজি কিসেরি এ ক্রন্দন
দুঃখ বিমোচন কর ভয় ভঞ্জন।

করুণাধারায় এস করুণার কান্তি
পিপাসিত চিত্তের তৃষ্ণার শান্তি
তাপিত হৃদয়ের সন্তাপ ভঞ্জন।

জুঁই সাদা রেশমী জোছনায় গান আর গল্পে রাত কেটে যায়।
বোসোনা ঘাসের গালিচায় তোমাকে মন খালি চায়।

দোলে যে অঙ্গ বন মহুয়ার মন ডাকাতির নেশাতে।
দাওগো সঙ্গ সে ক্ষণ এখন মনেতে মন মেশাতে।
এই রাত আজ দুজনের শুধুই কুহু কুজনের।

আবেশে মগ্ন চুপকথা হল রূপকথা এই প্রহরে।
যায় যে লগ্ন নামলো কি ঘুম আমলকী গুলমোহরে।
হাতে আমার রাখো হাত সাক্ষী থাকুক এই রাত।

BANGLADARSHAN.COM

ঝিলিক ঝিলিক ঝিনুক খুঁজে পেলাম,
ঝিলিক ঝিলিক ঝিনুক খুঁজে পেলাম,
তোমায় তা দিলাম –
বললে তুমি মুক্তো কোথায়?
মুক্তো আমার চাই।
তাই, ছুঁড়ে ছুঁড়ে তারে ফেলে দিলাম।
ঝিলিক ঝিলিক ঝিনুক খুঁজে পেলাম,
তোমায় তা দিলাম –
বললে তুমি মুক্তো কোথায়?
মুক্তো আমার চাই।
তাই, ছুঁড়ে ছুঁড়ে তারে ফেলে দিলাম।।
ঝিলিক ঝিলিক ঝিনুক খুঁজে পেলাম।

আর একদিন এক পাহাড় ঘেরা গাঁয়ে,
নাম না জানা ফুলে ফুলে গালিচা বিছায় –
তার কত না যে রঙের বাহার কত না আকার !
তার কত না যে রঙের বাহার কত না আকার !
রঙীন রঙীন মালা গেঁথে নিলাম,
রঙীন রঙীন মালা গেঁথে নিলাম,
তোমায় তা দিলাম –
বললে তুমি গোলাপ কোথায়?
গোলাপ আমার চাই –
তাই, ছুঁড়ে ছুঁড়ে তারে ফেলে দিলাম।
ঝিলিক ঝিলিক ঝিনুক খুঁজে পেলাম।

আজ তুমি নাই, মুক্তো গোলাপ নাই,
ঝিলিক ঝিলিক ঝিনুক রঙীন রঙীন ফুলও নাই।
আজ যতদূরেই চাই যে দেখি পড়ে আছে ছাই,
আজ যতদূরেই চাই যে দেখি পড়ে আছে ছাই।
ভাবি বসে আবার যদি পেতাম,
ভাবি বসে আবার যদি পেতাম –

BANGLADARSHAN.COM

পুরনো সেই দিন।
ছোট হাসির ছোট খুশির ফেলে দেওয়া দিন –
আজ বুকে করে তারে তুলে নিতাম।
ঝিলিক ঝিলিক ঝিনুক খুঁজে পেলাম,
রঙীন রঙীন মালা গেঁথেছিলাম,
ভাবি বসে আবার যদি পেতাম।

তুমি তো শীতল চন্দনবৃক্ষ
থাকো যে গন্ধে ভরে –
পাপ ভুজঙ্গ আমার ঘুমিয়ে পড়ে,
তোমায় জড়িয়ে ধরে বুকে করে।

তুমি পাথর চোখেরও যে দৃষ্টি
তুমি মাঘের মেঘেও যে বৃষ্টি
তুমি মাঘের মেঘেও যে বৃষ্টি সখা। –

তুমি পাথর চোখেরও যে দৃষ্টি
তুমি মাঘের মেঘেও যে বৃষ্টি –

রূপে বর্ণে তুমি পুষ্প-পরাগে
অগরু সুরভি তুমি ভৈরবী পূরবী।
রূপে বর্ণে তুমি পুষ্প-পরাগে
অগরু সুরভি তুমি ভৈরবী পূরবী।
সূর্যের মত তুমি শ্বাশ্বত সত্য – বন্ধু
তুমি যে চন্দ্রকলার মত মিষ্টি।
তুমি পাথর চোখেরও যে দৃষ্টি –

নিঃশ্বাসে তুমি যাও আর আসো
বিশ্বাসে তুমি আলো হয়ে হাসো।
নিঃশ্বাসে তুমি যাও আর আসো

BANGLADARSHAN.COM

বিশ্বাসে তুমি আলো হয়ে হাসো।
ছয়টি ঋতুর এই রোদ ঝড় ঘূর্ণি – বন্ধু
যা দেখি সবই যে তোমার সৃষ্টি।
তুমি পাথর চোখেরও যে দৃষ্টি –

তোমাতেই সব আর সবতেই তুমি
মাটি পর্বত নদী মরুভূমি।
তোমাতেই সব আর সবতেই তুমি
মাটি পর্বত নদী মরুভূমি।
আমায় পবিত্র করে যেই প্রতিদিন – বন্ধু
তোমার ঐ ভোরের বিহগের শিস-টি।
তুমি পাথর চোখেরও যে দৃষ্টি –
বন্ধু আমার সখা আমার।

তোমাকে শোনাতে এ গান যে গেয়ে যাই।
তোমাকে শোনাতে এ গান যে গেয়ে যাই।
বাজাই এ গানে মঙ্গলশঙ্খ
তখনি আরও কাছে তোমায় পেয়ে যাই
তোমায় পেয়ে যাই –
তোমাকে শোনাতে এ গান যে গেয়ে যাই
তোমাকে শোনাতে –

আমি কুহু তুমি সৌখিন ফাগুন।
তুমি সুরের পুজায় হোমের আগুন
ধুপে জ্বলে জ্বলে –
ধুপে জ্বলে জ্বলে তোমাকে চেয়ে যাই
তোমাকে চেয়ে যাই –
তোমাকে শোনাতে এ গান যে গেয়ে যাই

BANGLADARSHAN.COM

তোমাকে শোনাতে –

আমি অনুরাগে স্বর্ণালি সবিতা।
পাখির সরগম সাতরঙ কবিতা।
সুরের যমুনাতে –

সুরের যমুনাতে খেয়া তরী বেয়ে যাই
খেয়া তরী বেয়ে যাই –
তোমাকে শোনাতে এ গান যে গেয়ে যাই
বাজাই এ গানে মঙ্গলশঙ্খ
তখনি আরও কাছে তোমায় পেয়ে যাই
তোমায় পেয়ে যাই –
তোমাকে শোনাতে এ গান যে গেয়ে যাই
তোমাকে শোনাতে – এ গান যে গেয়ে যাই।

তোমাদের আসরে আজ এই তো প্রথম গাইতে আসা।
বিনিময়ে চাই তোমাদের প্রশংসা আর ভালবাসা।
একদিন তানপুরাটার যে তারগুলো নীরব ছিল
কে যেন আজ তারগুলোকে নতুন সুরে জাগিয়ে দিল।
প্রাণে যে সুর লাগিয়ে দিল, প্রাণে যে সুর লাগিয়ে দিল
গানই আমার জীবন ওগো, গানই আমার কাঁদা-হাসা
তোমাদের আসরে আজ এই তো প্রথম গাইতে আসা।

তোমাদের এ গান শুনে একটু যদি ভাল লাগে
তবে হব ধন্য আমি।।
তোমাদের প্রশংসারই চেয়ে ওগো
কিছুই তো আর নয়কো দামী।
এ হৃদয় ভালবাসার গানেরই এক স্বরলিপি –
জীবনেরই বাঁশীতে যে এ গান আমি বাজিয়ে যাবো
সুরে যে মন সাজিয়ে যাবো।
এ গান আমার ফুলের কানে, ভ্রমরেরই প্রাণের ভাষা।

তোমাদের আসরে আজ এই তো প্রথম গাইতে আসা।
বিনিময় চাই তোমাদের প্রশংসা আর ভালবাসা।
তোমাদের আসরে আজ এই তো প্রথম গাইতে আসা।

দংশিলি তুই –
ঔষধে মানে না মানে না।
ঔষধে মানে না রে মানে না।
ঔষধে মানে না।
দংশিলি তুই –

পীরিতি ভুজঙ্গ আমার অঙ্গ কাটে দাঁতে
মরণ বাঁচন সবই আমার নিয়তিরই হাতে।
(সংলাপ: সম্‌ঝে জনাব, অঙ্গ কাটে দাঁতে, পীরিতি ভুজঙ্গ)
পীরিতি ভুজঙ্গ আমার অঙ্গ কাটে দাঁতে
মরণ বাঁচন সবই আমার নিয়তিরই হাতে।

ও ও ----
কি জ্বলনে জ্বলি
কেউ তো ওঝা ডেকে আনে না।
ঔষধে মানে না।
দংশিলি তুই –
ঔষধে মানে না মানে না।
ঔষধে মানে না রে মানে না।
ঔষধে মানে না।
দংশিলি তুই –

ভালবেসে জ্বলি, মরি যন্ত্রণারই সুখে
শিশিরে রাখিলাম রে মন পদ্মপাতার বুকে।
ও ও ----
ভাঙা ছাড়া হায়রে কাঁচ

BANGLADARSHAN.COM

আর কিছুই জানে না।
ঔষধে মানে না।
দংশিলি তুই –
ঔষধে মানে না মানে না।
ঔষধে মানে না রে মানে না।
ঔষধে মানে না।
দংশিলি তুই –

দুয়ো দুয়ো আড়ি বলব না বলব না কথা।
দুয়ো দুয়ো আড়ি বলব না বলব না কথা।
চললাম বাপের বাড়ী, চললাম বাপের বাড়ী।
বলব না বলব না কথা।
আড়ি আড়ি আড়ি, আড়ি আড়ি আড়ি।
বলব না বলব না কথা।

তিন সত্যি সত্যি দিলাম, খেলব না বর-বউ খেলা
বউ কথা কও ডাকিস না রে, বক্‌বক্‌ কেন করিস মেলা–
বলব না বলব না কথা।
আড়ি আড়ি আড়ি, আড়ি আড়ি আড়ি।
বলব না বলব না কথা।
আড়ি আড়ি আড়ি, আড়ি আড়ি আড়ি।
করব না ভাব, করব না ভাব, বয়ে আমার গেছে ভারী
বয়ে গেছে বয়ে গেছে ভারী।
দুয়ো দুয়ো আড়ি বলব না বলব না কথা।

সেই যে সেই ছোট্ট বেলার খেলারই বউটি হতাম
বসব না আর কনে সেজে ভাবছো পাবে আংটি বোতাম।
বলব না বলব না কথা।

BANGLADARSHAN.COM

আড়ি আড়ি আড়ি, আড়ি আড়ি আড়ি।
বলব না বলব না কথা।
আড়ি আড়ি আড়ি, আড়ি আড়ি আড়ি।
পরব না টিপ, বাঁধব না চুল
দেখব না ও মুখ তোমার
হায় সেও আমি পারি।
দুয়ো দুয়ো আড়ি বলব না বলব না কথা।
দুয়ো দুয়ো আড়ি বলব না বলব না কথা।

দূরে আকাশ সামিয়ানায় –
দূরে আকাশ সামিয়ানায় প্রদীপ জ্বালায়ে তারায়
জেগে জেগে কি যে ভাবি কে জানে মন ছাড়া।
দূরে আকাশ সামিয়ানায়।

আমায় শুধু আড়ালে রাখে স্মৃতির এ কুয়াশা।
ঝড়েরই মুখে এ যে পাখির নীড়ে ফেরার আশা।
বুঝেছি আমি আমার ব্যাথাই মধুর ভালোবাসা।
কেঁদে কেঁদে ডাকিগো যাকে নেই তার কোন সাড়া।
দূরে আকাশ সামিয়ানায়।

কাঁদে সুর বাঁশিতে হায় কান্না আমার কেন হাসিতে চায়।
কাঁদে গন্ধ মুকুলে গো আসে প্লাবন নয়নেরই দু'কূলে গো।
জ্বলি জ্বালার আগুনে দুঃখ ভরা বর্ষা নামে ফাগুনে।
দুঃখ ভরা বর্ষা নামে ফাগুনে।
বুকে তবু বয় যে প্রেমেরই ফল্গুধারা।
দূরে আকাশ সামিয়ানায়।
প্রদীপ জ্বালায়ে তারায়
দূরে আকাশ সামিয়ানায়।

BANGODARSHAN.COM

নেপথ্যে: হেঁইও রে মার জোর হে, আল্লা হে রামা!

দে দোল দোল দোল তোল পাল তোল
চল ভাসি সব কিছু ত্যাইগ্যা।
মোর পানিতে ঘর, বন্দরে আসি তোর লাইগ্যা।
হায় কুমারী আমি অবলা শুধু মুই নারী
আমি কি কব গো, দংশায় সর্পের সারি।
তুমি দূরেতে যাও অজানা ঢেউয়েতে ভাসো
আমি ঘরেতে রই, জোয়ারে যদি গো আসো।
আনো রঙীন চুড়ি বেলোয়ারী, কামরাঙানো রঙের শাড়ী
হব তোমার আমি ঘরণী, নদী হব আমি –
আমাতে যাইও গো ভাইস্যা॥

তুমি জলেতে থাকো দ্বীপ যেন তুমি
কেন জানো না কি স্বপ্নের সুন্দর তুমি যে আমার ভূমি।
কেন পিছু ডাকো বারে বারে আমারে তুমি
কান্দ কন্যা তুমি চোখের জলে কি ভাসাবে সাধের জমি।
হায় যাব না যাব না ফিরে আর ঘরে।
পোড়া মন মানে না সংসার কারই বা তরে।
দেহ কাটিয়া মুই বানাব নৌকা তোমারই।
দুটি কাটিয়া হাত বানাব নৌকারই দাঁড়ই।
আর বসন কাটিয়া দেব পাল তুফানে আমি উড়াব –
হ'ব ময়ূরপঙ্খী তোমারই –
তোরে বুকে নিয়া সুদূরে যাব গো ভাইস্যা।

আর কাইন্দো না কাইন্দো না তুমি সজনী
হবে আরও আন্ধার আমার এ জীবন রজনী –
তুমি হাসো যদি আকাশে চাঁদিনী হাসে।
পথ চেয়ে থাকো তাই ভরসা বুকেতে আসে।

BANGLADARSHAN.COM

খরধারা এ জীবন নদী, পাল ছেঁড়ে, ভাঙে হাল যদি
শুধু প্রেমেরই পাল তুলিয়া –
পাড়ে চলে যাবো দুজনে কূজনে হাইস্যা॥

দেখোনা আমায় ওগো আয়না
করোনা এমনতর বায়না।
দেখোনা আমায় ওগো আয়না
করোনা এমনতর বায়না।
আমি আজ যেমন খুশি সাজবো
খেয়ালের বাঁশি হয়ে বাজবো।
দেখোনা আমায় ওগো আয়না
করোনা এমনতর বায়না।
করোনা এমনতর বায়না।

দুচোখ ভরে মায়া কাজল পরে
আজকে আমি চাইবো নতুন করে।
আমার আগে আর যেন কেউ
আমায় দেখে যায়না।
না না না না –
দেখোনা আমায় ওগো আয়না
করোনা এমনতর বায়না।
করোনা এমনতর বায়না।

এলো চুল ইচ্ছে মতন ছড়িয়ে
পলকেই নাম না জানা খোঁপায় নেব জড়িয়ে।
এলো চুল ইচ্ছে মতন ছড়িয়ে
পলকেই নাম না জানা খোঁপায় নেব জড়িয়ে।
মুক্তো মালা মাথায় রেখে দিয়ে
হার গেঁথেছি পরশ পাথর নিয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

মুক্তো মালা মাথায় রেখে দিয়ে
হার গেঁথেছি পরশ পাথর নিয়ে।
হার মেনে আজ এই মণিহার
কেউ যেন গো চায়না।
না না না না –
দেখোনা আমায় ওগো আয়না
করোনা এমনতর বায়না।
করোনা এমনতর বায়না।

ধরণীর পথে পথে ধূলি হয়ে রয়ে যাবো
এই কামনা, আর কিছু না।
আগামীর পায়ে পায়ে আমিও পৌঁছে যাবো
সেই ঠিকানায়, আর কিছু না।
ধরণীর পথে পথে ধূলি হয়ে রয়ে যাবো
এই কামনা, আর কিছু না।
আগামীর পায়ে পায়ে আমিও পৌঁছে যাবো
সেই ঠিকানায়, আর কিছু না।

কত গান কত আশা কত ছিল ভালবাসা মগ্ন স্বপন।
এ পথের দুই ধারে বীজেরই মতন তারে করেছি বপন।
কত গান কত আশা কত ছিল ভালবাসা মগ্ন স্বপন।
এ পথের দুই ধারে বীজেরই মতন তারে করেছি বপন।
পথিক যখন যাবে তরু শাখা পল্লবে
কিছু ছায়া হয়ে রবে মোর বাসনা।
ধরণীর পথে পথে ধূলি হয়ে রয়ে যাবো
এই কামনা, আর কিছু না।
আগামীর পায়ে পায়ে আমিও পৌঁছে যাবো
সেই ঠিকানায়, আর কিছু না।

জনম জনম ধরে পতাকার মত করে নিয়ে ইতিহাস
যেতে যেতে ক্রমে ক্রমে কখন গিয়েছে থেমে ভেঙ্গে গেছে শ্বাস।

BANGLADARSHAN.COM

জনম জনম ধরে পতাকার মত করে নিয়ে ইতিহাস
যেতে যেতে ক্রমে ক্রমে কখন গিয়েছে থেমে ভেঙ্গে গেছে শ্বাস।
তুমি যদি কাল আসো নতুনেরে ভালোবাসো
আঁধারেতে জ্বেলে নিও মোর সাধনা।
ধরণীর পথে পথে ধূলি হয়ে রয়ে যাবো
এই কামনা, আর কিছু না।
আগামীর পায়ে পায়ে আমিও পৌঁছে যাবো
সেই ঠিকানায়, আর কিছু না।
ধরণীর পথে পথে ধূলি হয়ে রয়ে যাবো
এই কামনা, আর কিছু না।

না না কাছে এস না যাও যাও দূরে থাক।
তুমি ভ্রমর হয়ে ফুলের মধু খেয়ে
কেন মিছে আমায় শুধু শুধু কাছে ডাক।
জানি জানি কি কারণে এখানে এলে
না ফুটিলে কলি, মধু কি মেলে। (হো)
প্রেম কুঞ্জবনে আজকে তোমার সনে
ওহে নাগর কোন খেলা হবে না তো।
হাসি হাসি এই আঁখি কি যে যাদু ঢালা
শয়নে স্বপনে দিল শুধু জ্বালা। (হো)
আমি সইব না তো, কথা কইব না তো
ছলনায় ভুলিব না ওগো তুমি জেনে রাখ।

না মন লাগে না
এ জীবনে কিছু যেন ভাল লাগে না।
এ নদীর দুই কিনারে দুই তরণী।

BANGOBASHAN.COM

যতই না বাই, নোঙর বাঁধা
কাছে তাই যেতে পারিনি।
তুমিও ওপার থেকে তাই সরোনি।
না মন লাগে না –
চোখে চোখে চেয়ে কাঁদা ভালো লাগে না।

আমি যে শ্রান্ত আজি শক্তি উধাও
কি হবে আর মিছিমিছি
বেয়ে বেয়ে এই মিছে নাও –
তুমিও ওপার থেকে যাও চলে যাও।

না যেও না, না যেও না,
রজনী এখনও বাকী
আরও কিছু দিতে বাকী
বলে রাত জাগা পাখি।
না যেও না।

আমি যে তোমারই শুধু জীবনে মরণে।
ধরিয়া রাখিতে চাহি নয়নে নয়নে।
না যেও না,
রজনী এখনও বাকী
আরও কিছু দিতে বাকী
বলে রাত জাগা পাখি।
না যেও না।

যে কথা বলিতে বাজে,
যে ব্যথা মরমে কাঁদে
সে কথা বলিতে ওগো দাও।

জীবন রজনী জানি এমনি পোহাবে।
চাঁদের তরণী তুমি সুদূরে মিলাবে।

BANGODARSHAN.COM

না যেও না,
রজনী এখনও বাকী
আরও কিছু দিতে বাকী
বলে রাত জাগা পাখি।
না যেও না।

নাও গো মা ফুল নাও নয়ন ফুল আমার
বাকি কিছু নাই আর মেনেছি যে হার।
দিবানিশি ওপারে ডাকি ডাকি বারে বারে
লাগে না ভালো চাওয়া পাওয়া আর।
নাও গো মা ফুল নাও নয়ন ফুল আমার
বাকি কিছু নাই আর মেনেছি যে হার।

চেয়ে চেয়ে আমি অন্ধ হয়ে আছি
হারায়েছি দিশা তবু দাও গো মা আধার।
নাও গো মা ফুল নাও নয়ন ফুল আমার
বাকি কিছু নাই আর মেনেছি যে হার।

নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখীরা
বুঝিবা পথ ভুলে যায়;
কুলায় যেতে যেতে কি যেন কাকলি
আমারে দিয়ে যেতে চায়।

দূর পাহাড়ের উদাস মেঘের দেশে
ঐ গোধুলির রঙীন সোহাগ মিশে;

BANGLADARSHAN.COM

বনের মর্মরে বাতাস চুপি চুপি
কি বাঁশী ফেলে রাখে হায়।

কোন অপরূপ অরূপ রূপের রাগে
সুর হয়ে রয় আমার গানের আগে;
স্বপন কথাকলি ফোটে কি ফোটে না
সুরভি তবু আঁখি ছায়।

পা মা গা রে সা - তার চোখে জটিল ভাষা
ধা ধা পা মা গা রে - পড়ে পড়ে বোঝার আশা
সা মা পা ধা নি সা - জানি শুধুই দুরাশা।

রে সা নি ধা নি মাপা ধা - জানি মিছেই তারে সাধা
কি চলন চলে কি বলন বলে সবই তারই কুয়াশা।

ধা নি সা নি সা রে সা গা - বলে জীবন ভরে শুধু গা;
কি যে গাহি হায়, শুধু বেদনার সুর সাধনার এ কি যাতনার;
তাই ভাবি -
সা রে গা মা পা সা পা গা সা - তান তুলে,
মা পা ধা নি সা মা সা ধা মা - গান ভুলে,
তার চোখেতে আর চাব না আর গাব না;
সা সা ধা মা নি নি পা গা মা মা গা রে সা।

BANGODARSHAN.COM

প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে
আমারই এ দুয়ার প্রান্তে
সে তো হায়, মৃদু পায়
এসেছিল পারিনি তো জানতে।

সে যে এসেছিল বাতাস তো বলেনি,
হায় সেই রাতে দীপ মোর জ্বলেনি;
সে আঁধার চিনিতে যে পারি নি
আমি পারিনি ফিরায়ে তারে আনতে।

যে আলো হয়ে এসেছিল কাছে মোর,
তারে আজ আলেয়া যে মনে হয়;
এ আঁধারে একাকী এ মন আজ –
আঁধারেরই সাথে শুধু কথা কয়।

আজ কাছে তারে এতো আমি ডাকি গো,
সে যে মরিচিকা হয়ে দেয় ফাঁকি গো;
ভাগ্যে যে আছে লেখা হায়রে
তারে চিরদিনই হবে জানি মানতে।

ফেলে আসা স্মৃতি আমার বেদনা জাগায়
মন কেন খুঁজে ফিরে শুধু যে গো তোমায়।

তুমি তো জানো না, আমিও চিনি না
তবু কেন মন যে হায় তোমাকে চিনিতে চায়।
মন কেন খুঁজে ফিরে শুধু যে গো তোমায়।

জীবনের সেই গান, আর দান প্রতিদান
এখন তো জানিনা তার সীমা যে কোথায়।
মন কেন খুঁজে ফিরে শুধু যে গো তোমায়।

BANGLADARSHAN.COM

মানা-ভালবাসা, কেন এত জ্বালা
ভুলিতে চায় সহজে গো ভোলা নাহি যায়।
মন কেন খুঁজে ফিরে শুধু যে গো তোমায়।।

বলছি তোমার কানে কানে – 'আমার তুমি'।
বলছি আমার গানে গানে – 'আমার তুমি'।

আজকে আমার প্রাণ পেয়েছে, অনেক নতুন ভাষা
অনেক দিনের স্বপ্ন যে, অনেক দিনের আশা।

তোমায় পেয়ে, হয় যে মনে আর জনমেও সাথী ছিলাম,
আমরা দু'জন মনের সুখে অনেক জনম ঘুরে এলাম।

চিরদিনই থাকবে একই – আমাদের এই ভালবাসা।

তুমি আমার অনেক আপন মেনে নিয়েও বলে এ মন
হও না তুমি আরও কাছের, হও না তুমি আরও আপন।

এক সাগরে মিলবো বলে – তোমার আমার স্রোতে ভাসা।

বড় বিষাদ ভরা রজনী সজনী
যে গেছে মিলে
সুদূর ছায়া মিছিলে,
স্মরণ নদীর বাঁকে দাঁড়ায়ে থাকে
কেন যে – কি জানি।

BANGODARSHAN.COM

পিছে পড়ে রয়ে গেল স্বপ্নরঙীন,
সাথী যারা সাথে ছিল
কে কোথা থেমে গেল,
পথেরই ধূলা হল সেই সব দিন।
তবু এ জীবন ঘিরে
কেন আসি ফিরে ফিরে,
ভাসায় নয়ন-নীরে – কি জানি।

চেয়ে চেয়ে আজ বড় শ্রান্ত আমি।
বুঝি না তো কী যে মানে
চলেছি কিসেরই টানে
কবে যাব কোনখানে থামি।

কেন এই আসা যাওয়া,
কেন মিছে গান গাওয়া,
কেন যে হারানো পাওয়া – কি জানি।

বাদল কালো ঘিরলো গো
সব নাও তীরে এসে ভিরলো গো।
বাদল কালো ঘিরলো গো
সব নাও তীরে এসে ভিরলো গো।
গুরুগুরু গরজে তুফান তরজে
স্বজন আমার ঘরে কেন না ফিরলো।
বাদল কালো ঘিরলো গো
সব নাও তীরে এসে ভিরলো গো।

BANGODARSHAN

শন শন বহিছে মাতাল হাওয়া
ঝন ঝন বিজলী যেন ভূতে পাওয়া।
কি যে করি একা ঘরে হায়
ধড়ফড় করে পরাণ যায়।
বারি ঝরঝর ঝরে রে
নদী খর বহে রে।
স্বজন আমার ঘরে কেন না ফিরলো।
বাদল কালো ঘিরলো গো
সব নাও তীরে এসে ভিরলো গো।

উত্তাল তোলপাড় দুলিছে নাও
এইবার নদী তারে ফিরায়ে দাও।
আর তারে নাহি দেব যেতে
রেখে দেব ধরে আঁচল পেতে
ঘন ঘোর আঁধারে বসে আছি দুয়ারে।
স্বজন আমার ঘরে কেন না ফিরলো।
বাদল কালো ঘিরলো গো
সব নাও তীরে এসে ভিরলো গো।
গুরুগুরু গরজে তুফান তরজে
স্বজন আমার ঘরে কেন না ফিরলো।
বাদল কালো ঘিরলো গো
সব নাও তীরে এসে ভিরলো গো।

বুঝবে না কেউ বুঝবে না কি যে মনের ব্যথা
অন্ধ খনির অন্তরে থাকে যে সোনা
সবাই জানে তারই কথা।
– বুঝবে না

BANGODARSHAN.COM

যদি এমন হতো যত বেদনা
বীজেরই মতন করে যেত গো বোনা
লালে লাল ফুলে ফুলে ভরে যেত গাঁ।
দূর থেকেই দেখে তাকে যেত গো চেনা।
খুঁজবে না কেউ খুঁজবে না মনের গভীরতা॥

আমি তোমায় কোন দোষ দেব না,
আমারই মতন জ্বলো তাও চা'ব না।
বোঝা না বোঝার আলোছায়া খেলোনা
চেনা হয়ে চিরদিনই রব অচেনা।
মুছবে না কেউ মুছবে না
ভিজে চোখের পাতা॥

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি
এ কোন অপরূপ সৃষ্টি
এতো মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি
আমার হারিয়ে গেছে দৃষ্টি।

এত মেঘের কোণে কোণে
এল বাতাস হু হু সনে
রিমঝিম ঝিম রিমঝিম বৃষ্টি
একি দুষ্টু অনাসৃষ্টি।

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি
ওগো বৃষ্টি তুমি মিষ্টি।
তোমার অঝোর ধারায় ভিজে
আমি নতুন হলাম নিজে।

BANGLADARSHAN.COM

মা মা পা ধা নি ধা নি
আজ হারিয়ে গেছি আমি।
বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি
কেন এত তুমি মিষ্টি।

বেহায়া বাঁশী ডাকে যে নাম ধরে,
নজরে রাখে শাশুড়ী ননদ,
নজরে রাখে শাশুড়ী ননদ যাব আমি কেমন করে।
বেহায়া বাঁশী ডাকে যে নাম ধরে ----
বেহায়া বাঁশী ডাকে যে নাম ধরে।

লোকে বলে স্পষ্ট, আমি নাকি নষ্ট
জানেও না কষ্ট অষ্টপ্রহর শুধু।
লোকে বলে স্পষ্ট, আমি নাকি নষ্ট
গায় যে কাদা ছোঁড়ে।
বেহায়া বাঁশী ডাকে যে নাম ধরে,
বেহায়া বাঁশী ডাকে যে নাম ধরে ----

কলঙ্কে হলো এই অঙ্গ যে কালো
কুমারী থাকাই যেন ছিল বেশী ভালো।
কলঙ্কে হলো এই অঙ্গ যে কালো
সিঁথি জ্বলে সিঁদুর পরে।
বেহায়া বাঁশী ডাকে যে নাম ধরে,
বেহায়া বাঁশী ডাকে যে নাম ধরে।
নজরে রাখে শাশুড়ী ননদ,
নজরে রাখে শাশুড়ী ননদ যাব আমি কেমন করে।
বেহায়া বাঁশী ডাকে যে নাম ধরে,

BANGLADARSHAN.COM

বেহায়া বাঁশী ডাকে যে নাম ধরে।

বোঝ না কেন যে তুমি বোঝ না --- ২
চোখের জলেতে এই পথ চাওয়া
সাজে না তোমায় সাজে না।
বোঝ না কেন যে তুমি বোঝ না।

মনের আগুন নিয়ে খেলা তুমি ভুলে গেছ বুঝি?
কেন ভুলে গেছ তুমি আগুন লাগাতে পারো
খেলার ছলেতে মনে মনে –
চোখের কাজল মুছে ফেলে
কেন যে আগুন জ্বালো না।
বোঝ না কেন যে তুমি বোঝ না।

গুমরি গুমরি মরে
তনু তটে কত যে বাহার।
গুমরি গুমরি মরে
তনু তটে কত যে বাহার।
তারই ঢেউ তুলে তুলে বাঁধ ভেঙে দিতে
কেন ভুল হবে বল গো তোমার?
শতবার মরে কেউ যদি,
বুকেতে যেন বাজে না।
বোঝ না কেন যে তুমি বোঝ না।
বোঝ না কেন যে তুমি বোঝ না।

BANGLADARSHAN.COM

ভালবাসার আগুন জ্বেলে কেন চলে যায়
ভালবাসার আগুন জ্বেলে কেন চলে যায়
ব্যাথার বাতাস কেঁদে মরে
ব্যাথার বাতাস কেঁদে মরে
আমার আঙিনায় ...
ভালবাসার আগুন জ্বেলে কেন চলে যায়
ভালবাসার আগুন জ্বেলে কেন চলে যায়।

আজকে দেহের কুঞ্জবনে
কোন ভ্রমরের গুঞ্জরণে
আজকে দেহের কুঞ্জবনে
কোন ভ্রমরের গুঞ্জরণে
সর্বনাশের মাতাল কলি ফুল হতে চায় ...
ভালবাসার আগুন জ্বেলে কেন চলে যায়
ভালবাসার আগুন জ্বেলে কেন চলে যায়।

আ–আ–আ...
আজকে রাতে ভেবেছিলাম
আজকে রাতে ভেবেছিলাম
ফুরিয়ে যাব আমি আধারের ফুল বাগানে
হারিয়ে যাব আমি
ভালোবাসার এমন আধাঁর
ভালোবাসার এমন আধাঁর বিফল বুঝি যায়
বিফল বুঝি যায়।
এমন রাতে বেদরদী কেন চলে যায়।
ভালবাসার আগুন জ্বেলে কেন চলে যায়
ভালবাসার আগুন জ্বেলে কেন চলে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

ভালো করে তুমি চেয়ে দেখো
দেখো তো চিনতে পারো কি না
আমার দুচোখে চোখ রেখে দেখো
বাজে কি বাজে না মনোবীণা।

সোনালি বিকেলে গাছের ছায়ায়
মুখোমুখি বসে নীল সন্ধ্যায়
জীবনানন্দ তুমি তো শোনাতে
ভেবে দেখো মনে পড়ে কি না।

পটভূমিকায় শহীদ মিনার
নাগরিক চাঁদ উঠেছে আবার
বনলতা সেন শোনাবে কে আর
এই আমি আজ তুমি-হীনা।

ভুলো না প্রথম সে দিন জীবনে পরম সে লগন।
যাবে না তো কহন কি যে মধুর সে দহন।
ভুলো না প্রথম সে দিন জীবনে পরম সে লগন
যাবে না তো কহন কি যে মধুর সে দহন।
ভুলো না – ভুলো না প্রথম সে দিন।

চোখে চোখে ছিল গহন গহন নদীর ভাষা
বুকে বুকে ছিল দুরন্ত দুরন্ত অনন্ত আশা।
চোখে চোখে ছিল গহন গহন রাতির ভাষা
বুকে বুকে ছিল দুরন্ত দুরন্ত অনন্ত আশা।
করুণ বীণার তারে ঝংকারে ঝংকারে ঝংকৃত ভালবাসা
তারি নামে হত দিগন্ত লাল কবে হতো সাঁঝ কখন সকাল,
তার হিসাব নিকাশ মনেতে ছিল না।

ভুলো না প্রথম সে দিন জীবনে পরম সে লগন
যাবে না তো কহন কি যে মধুর সে দহন।

BANGLADARSHAN.COM

ভুলো না প্রথম সে দিন জীবনে পরম সে লগন
যাবে না তো কহন কি যে মধুর সে দহন।
ভুলো না – ভুলো না প্রথম সে দিন।

গানে গানে সুরে ভরানো ভরানো হারানো সেই দিন
রামধনু রঙে রাঙানো রাঙানো ফুরানো সেই দিন
গানে গানে সুরে ভরানো ভরানো হারানো সেই দিন
রামধনু রঙে রাঙানো রাঙানো ফুরানো সেই দিন
স্মৃতির দেয়াল ভরে ছবির মতন করে
বাঁধিয়ে রেখেছি সেই দিন।
তুমি যদি ফিরে আবার আসো দুনয়ন জলে আবার ভাসো
তুমি যদি ফিরে আবার আসো দুনয়ন জলে আবার ভাসো
তবে দেখে যেও নেই তার তুলনা।

ভুলো না প্রথম সে দিন জীবনে পরম সে লগন
যাবে না তো কহন কি যে মধুর সে দহন।
ভুলো না প্রথম সে দিন জীবনের পরম সে লগন
যাবে না তো কখনও কি যে মধুর সে দহন।
ভুলো না – ভুলো না প্রথম সে দিন।

মঙ্গল দীপ জ্বেলে
অন্ধকারে দু'চোখ আলোয় ভরো প্রভু।
তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো
তাদের মার্জনা করো প্রভু।
আ–আ–আ–ও–ও–ও–

যে তুমি আলো দিতে
প্রতিদিন সূর্য্য ওঠাও।
ওদের বুঝিয়ে দাও সেই তুমি
পাথরেও ফুল যে ফোটাও।
জীবন মরুতে করুণাধারায় ঝরো প্রভু।

BANGLADARSHAN

বলো তার কি অপরাধ
জন্ম হয়েছে যার পাঁকে।
তোমার ক্ষমা দিয়ে তুমি
ফোটাও পদ্ম করে তাকে।
ভুল পথে গেলে তুমি এসে হাত ধরো প্রভু।

মন লাগে না –
তুমি বিনা মোর জীবন যেন
চাঁদিনী বিহীনা রজনী হায়!
নিশিদিন নিশিদিন বাজে স্মরণের বীণ
সে যে তুমি বিন জানে না –
গুন্ গুন্ গুন্ করুণ সে ধুন, মন বিরহী মানে না।

স্বজন আমার থাকে দূরেতে,
আসে সে কাছে শুধু সুরেতে
হায় বিধি হলো বাম, মোর শ্যাম
শুধু বাঁশীতে ডাকে, আসিতে চাহে না।

ছলছল্ ছলছল্ যেত যমুনার জল
কুল-কুল স্বরে বহিয়া
আজ সে উজান, হায় তার তান যায় না কিছু কহিয়া।

ললিতা বিশাখা সখী সজনী
কাটে না বিহনে তারি রজনী।
আন সখী তারে আন
অভিমান দিব তাহারি পায়ে ডালি এ মোর প্রাণ।
সন্ সন্ সন্ সন্ বহে তুফানী পবন এ লগন গেল কাঁদিয়া,
মোর ঘর বার হল একাকার, বিজলী হানে ধাঁধিয়া।

BANGLADARSHAN.COM

মনে রেখ মনে রেখ ওগো আধো চাঁদ
তুমি তো দেখলে চেয়ে গো।
কে এল আমার স্বপ্নের খেয়া বেয়ে গো।
দেবদারু বন বীথিকায়
ঝুরুঝুরু মায়া দখিনায়
আবেশে যে পাখী
মুহু মুহু ওঠে গেয়ে গো।
এ হৃদয় হতে যত সাধ আশা তুলে নিয়ে
এ রাতের প্রাণে ভরেছি।
(আমি) এ নিশি অমর করেছি।
যে গান চেয়ে এতদিন
দুরুদুরু বাজে মনোবীণ,
সেই গান আমি কণ্ঠে গেলাম পেয়ে গো।

মা গো মা বলনা –
হে মা জননী বল না, নাই যদি দিলে ঠিকানা
নাই দিলে কেউ আপনজনা
এত সাধ কেন এ কামনা
হে মা জননী বল না।
হে মা জননী বল না।

কেন দিলে মন ভরে এত আশার এ মন্ত্রণা
বুকে বুকে সান্ত্বনা, কেন এ মন জানতো না।
সবই যে হবে ছলনা
মা বল না হে মা জননী বল না।
হে মা জননী বল না, নাই যদি দিলে ঠিকানা
হে মা জননী বল না,
হে মা জননী বল না –

আমি তো করিনি মাগো কারেও কোন প্রবঞ্চনা

BANGLADARSHAN.COM

সারা জীবন ধরে কেন এত যাতনা বঞ্চনা –
তবে এবার নাও ডেকে, সকল বেদনা দাও ঢেকে
পথের ধুলায় আর ফেল না
মা বল না হে মা জননী বল না।
হে মা জননী বল না, নাই যদি দিলে ঠিকানা
নাই দিলে কেউ আপনজনা
এত সাধ কেন এ কামনা
হে মা জননী বল না।
হে মা জননী বল না –

যদি বারণ কর তবে যাব না
তোমারই সন্ধানে এখানে ওখানে
খুঁজব না, ডাকব না
কাঁদব না, সাধব না – না।

ও ও চৈতালী বাতাসে আকাশে চা'বো ন
ভুলে যাব কুহু কুহু গান শোনা –
আর বিনা বাঁধনে তোমারে বাঁধব না – না।

ও ও মিটি মিটি তারারা আকাশে চা'বে না
পাপী পাপিয়া পিউ পিউ ডাকবে না –
আর বিনা কারণে খুশীতে মাতব না – না।

BANGOBARSHAN.COM

যদিও রজনী পোহালো তবুও
দিবস কেন যে এল না এল না।
সজন মেঘের পরাণ ঝরিয়া
বরিষণ কেন হল না হল না।

লোকে মরে কলঙ্কিনী নাম দিয়ে
বোঝে না তো কত জ্বালা মন নিয়ে।
বলে বলুক লোকে মানি না মানি না
কলঙ্ক আমার ভাল লাগে।
পিরিতি আগুনে জীবন সঁপিয়া
জ্বলে যাওয়া আজও হল না হল না।

এমন পথ চলা ভাল লাগে না।
আমার অঙ্গ দোলে তরঙ্গে তরঙ্গে
কেউ না বাঁধে যদি পথ হারাবে নদী
ভাল লাগে না লাগে না।

ভালোবেসে মরি যদি সেও ভাল
ঘর বেঁধে যদি মরি আরো ভাল।
এসো এসো হে বঁধু, জ্বলিতে জ্বলিতে
মরণ আমার ভাল লাগে।
কপালের লিখা সিঁদুরে ঢাকিয়া
পথ চাওয়া আজও হল না হল না।

যা যা যা ভুলে যা,
এ হৃদয়ে যত কথা
মন তারে ভুলে যা।

দিন চলে যায় আপন খেলায়

BANGODARSHAN.COM

বাঁধন মানে না।
শীতের সন্ধ্যা সেও রহে না
বসন্ত সেও হায় –
সেই বৃষ্টি আকাশ এল ফিরে।

বৃষ্টিধারায় রঙ মুছে যায়
ছবি তো মোছে না
দূরের আকাশ ভোলে যে সুর
পাখি তা ভোলে না –
সেই স্বপ্ন আবার কেন ঝরে।

যা রে, যা রে উড়ে যা রে পাখী
ফুরালো প্রাণের মেলা
শেষ হয়ে এলো বেলা
আর কেন মিছে তোরে বেঁধে রাখি।

আকাশে আকাশে ফিরে
যা ফিরে আপন নীড়ে
শ্যামল মাটির বনছায়।
শুধু মনে মনে তোরে ডাকি
চাহিনা খেলিতে খেলা
শেষ হয়ে এলো বেলা
আর কেন মিছে তোরে বেঁধে রাখি।

আমারই স্বপন হয়ে
কত কি এনেছে বয়ে
হৃদয় পিঞ্জরে বসিয়া;
জানি সবই রয়ে গেল বাকি
এবারে ভাসাবো ভেলা

BANGLADARSHAN.COM

শেষ হয়ে এলো বেলা
আর কেন মিছে তোরে বেঁধে রাখি।

যাবার বেলায় পিছু থেকে ডাক দিয়ে
কেন বলো কাঁদালে আমায়?
যাবার বেলায় পিছু থেকে ডাক দিয়ে
কেন বলো কাঁদালে আমায়?
আমার এ মন বুঝি মন নয়!----২
যাবার বেলায় –

হাসি আর গানে গানে এতদিন
ফুল ফোটানোর খেলা চলেছিল।
হাসি আর গানে গানে এতদিন
ফুল ফোটানোর খেলা চলেছিল।
যে কাঁটা রয়েছে বিঁধে মরমের মাঝে
তার কথা মন ভুলে ছিল –
ব্যথায় ব্যথায় তাকে মনে পড়ে যায়।
যাবার বেলায় পিছু থেকে ডাক দিয়ে
কেন বলো কাঁদালে আমায়?
যাবার বেলায় –

স্মৃতির আকাশ থেকে কোনদিন
হয়তো আমায় তুমি মুছে দেবে।
স্মৃতির আকাশ থেকে কোনদিন
হয়তো আমার তুমি মুছে দেবে।
স্বপ্নের রঙে যত ছবি আঁকা হলো

BANGLADARSHAN.COM

চোখের জলেতে ভেসে যাবে –
যা কিছু গিয়েছে পাওয়া, সে আমার নয়।
যাবার বেলায় পিছু থেকে ডাক দিয়ে
কেন বলো কাঁদালে আমায়?
যাবার বেলায় –

রঙ্গিলা বাঁশীতে কে ডাকে,
ঘুমঘুম নিঃঝুম রাতের মায়ায়।
রঙ্গিলা বাঁশীতে কে ডাকে,
ঘুমঘুম নিঃঝুম রাতের মায়ায়।
চোখ মেলে চাও মেয়ে গো, লাজ ভুলে যাও মেয়ে গো----২
ডাকে ওই সুরের ভাষায়।
(ও) রঙ্গিলা বাঁশীতে কে ডাকে,
ঘুমঘুম নিঃঝুম রাতের মায়ায়।

রূপসী নদীর বঁধুয়ার, হাওয়ার দোলা মহুয়ার
মনে কে আগুন জ্বালায়।
(ও) রূপসী নদীর বঁধুয়ার, হাওয়ার দোলা মহুয়ার
মনে কে আগুন জ্বালায়।
রঙ্গিলা বাঁশীতে কে ডাকে,
ঘুমঘুম নিঃঝুম রাতের মায়ায়।

সন্ধ্যাতারা ওই জাগে, কৃষ্ণচূড়া রঙ লাগে
মনের গোপন কোন রাগে, কে জানে কখন রাঙায়।
(ও) সন্ধ্যাতারা ওই জাগে, কৃষ্ণচূড়া রঙ লাগে
মনের গোপন কোন রাগে, কে জানে কখন রাঙায়।

BANGLADARSHAN.COM

হরিণীর মত পায়, বুনো মেয়ে ছুটে যায়
পিয়ালের আঙিনায়, গুন্‌গুন্‌ অলি গায়
চন্দনা কয় শিমূল শাখায়।
ও চাঁদ যা শুনে যা, মায়াজাল যা বুনে যা
আয়রে নেমে মেঘের ভেলায়।
আয়রে নেমে মেঘের ভেলায়।
বাসা বাঁধার স্বপনে, চলছে কে গো আনমনে
গান গেয়ে নতুন আশায়।
(ও) রঙ্গিলা বাঁশীতে কে ডাকে,
ঘুমঘুম নিঃঝুম রাতের মায়ায়।

সব লাল পাথরই তো চুনি হতে পারে না
সব প্রেম মিলনের মালা পেতে পারে না।
পাশাপাশি দুটি ফুল ফোটে যে বাগিচায়
একজন ঠাঁই পায় দেবতার দুটি পায়।
সমাধীর বেদীটায় ভরে যায় একজন।
সব ফুল দেবালয়ে পারে না তো যেতে হায়।

কেউ বা হাসে সারাটি জীবন অশ্রু ঝরায় কারও বা নয়ন
কেউ বা দু হাতে কেবলই নিতে চায়,
কেউ বা কিছু নিতে নয়, শুধু দিতে চায়,
সুখী তো সকলেই হতে চায় দুনিয়ায়
সুখী কেউ হয় কেউ দুঃখী শুধু রয়ে যায়।

কারও বা আশা হয়গো পূরণ হয় না সফল কারও বা স্বপন
ভিখারী মাটিতে ফেলে যে রতন

BANGLADARSHAN.COM

পারে না দিতে তা কখনও মহাজন।
প্রদীপের শিখা কারো ঘর আলো করে যায়।
কারও ঘর প্রদীপের শিখাতেই পুড়ে যায়।

(ও) সাত ভাই চম্পা জাগ রে জাগ রে।
ঘুম ঘুম থাকেনা ঘুমেরই ঘোরে
একটি পারুল বোন আমি তোমার
আমি সকাল সাঁঝে শত কাজের মাঝে
তোমায় ডেকে ডেকে সারা।
দাও সাড়া গো সাড়া।

ও সাত ভাই চম্পা গো রাজার কুমার
কোথায় পক্ষীরাজ ঘোড়া তোমার তলোয়ার।
আজও রাজার দেশে ঘোরে ছদ্মবেশে
ডাইনি সর্বনাশী রাক্ষসীরা আবার।

আর রাজবাড়ী সৎ রাণী মায়ের ঘরে
ফিরে যাব না, যাব না, যাব না রে;
ঘরে ক্ষুধার জ্বালা পথে যৌবন জ্বালা
রাজার কুমার আর আসে না ঘোড়ায় চড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

মনে হয় উড়ে যাই দূর-দূর
যেথা সুনীল আকাশ মোরে ডাকছে।
অন্তরে ঝলকে ঝলকে পুলকে
কি যে আগুন –
কি যে ঋতু তা জানি না।
ফুলেরা ফুটছে কিনা আজ ফাগুন –
হোক বা না হোক উৎসব ঝুলনের
দোলা লাগে অঙ্গে দোদুল দোলনের
নিজেরই রঙে মন আজ রাঙছে।
সূর্যের তোরণে তোরণে চলো না
দিই গো হানা
জমা যত আঁখিজল
হোক না সে উজল হাসনুহানা
মুক্তির পাখা মেলে যাই দু'জনা
বন্ধনে বাঁধা পড়ে যাই দু'জনা
বাঁধন সুধা মুক্তি মাগছে।

হাজার তারার আলোয় ভরা চোখের তারা তুই
স্বপ্ন দিয়ে সাজাই তোকে কান্না দিয়ে ধুই।
এমন নয়নমণি ফেলে কেমন করে যে যাই।
যেদিকে চাই সেদিকে আজ আঁধার দেখি তাই।
এখন আমার এ ছাড়া আর তো নেই কিছুই।
কোথায় ছিলি, কোথায় এলি চাঁদের কণা তুই।
দূরে গেলেও রয়েই যাবো কাছে কাছেই তোর।
আসব ফিরে নতুন হয়ে রাত্রি হ'লে ভোর –
যাবার বেলায় কিছুই না পাই, প্রাণভরে শুধু রই।

BANGLADARSHAN.COM

হায় রে পোড়া বাঁশি ঘরেতে (ও) রইতে দিলো না ঘরেতে।
হায় রে পোড়া বাঁশি ঘরেতে (ও) রইতে দিলো না ঘরেতে।
হায় রে পোড়া বাঁশি হায় হায় পোড়া বাঁশি –

কি যে জ্বালাতনে পড়েছি কাকেই বা আর বলি গো।
সুখেরি জ্বালাতে বাঁশের বিষেতে হায় জ্বলি গো।
(ও) কি যে জ্বালাতনে পড়েছি কাকেই বা আর বলি গো।
সুখেরি জ্বালাতে বাঁশের বিষেতে হায় জ্বলি গো।
(ও) হায় রে কোনো কথা আমাকে কইতে দিলো না ঘরেতে।
হায় রে পোড়া বাঁশি হায় হায় পোড়া বাঁশি!

দেখিনি কখনো শুনেছি আকাশে চাঁদ ওঠে গো।
দেখিনি ফুল আমি মনেতে ফুল বুঝি আজ ফোটে গো।
দেখিনি কখন শুনেছি আকাশে চাঁদ ওঠে গো।
দেখিনি ফুল আমি মনেতে ফুল বুঝি আজ ফোটে গো।
হায় রে মলয়াকে দখিনে ও বইতে দিলো না ঘরেতে।
হায় রে পোড়া বাঁশি হায় হায় পোড়া বাঁশি!

চোখ গেল গেল চোখ বলে যে পাখিটা ওই ডাকে রে।
যার চোখই নেই কি হবে একথা শুনিয়ে তাকে রে।
চোখ গেল গেল চোখ বলে যে পাখিটা ওই ডাকে রে।
যার চোখই নেই কি হবে একথা শুনিয়ে তাকে রে।
হায় রে পোড়া মনের জ্বালা সে সইতে দিলো না ঘরেতে।
হায় রে পোড়া বাঁশি হায় হায় পোড়া বাঁশি!

BANGLADARSHAN.COM

হায় হায়, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, যায়, প্রাণ যায়,
চোখ তারি, যেন কাটারি, দিল খুনে খুনে ভরে যায়।
হে হে – যেন আগুন ফাগুন বসনে সেজেছে।
কি যে করি করি, ভেবে মরি মরি
রঙিন যৌবন বুঝি সে বৃথা যায়।
হায় হায়, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, যায়, প্রাণ যায় –

হে কিসমৎকে মিছেই সাধা
সে যে বড়ই গোলক-ধাঁধা
কি যে করি না করি, কি হবে না হবে
নিজেও বুঝি বুঝি না তা
হে কিসমৎকে মিছেই সাধা
সে যে বড়ই গোলক-ধাঁধা
কি যে করি না করি, কি হবে না হবে
নিজেও বুঝি বুঝি না তা।
হে হে ইশারা সে করে, নজরে নজরে
হায় দিল – পড়ে শুধু শুধু ফাঁদে।
সারাটা জীবন কাঁদে –
তবুও শেখে না পাগল এ মন হায়।
হায় হায়, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, যায়, প্রাণ যায় –

হে. . .
দিল আছে যার তারই কাছে
দৌলত ও ধন সবই মিছে।
হীরে মোতি কি সোনা, কি চুনী কি পান্না,
হয় সব একই তারই কাছে।
দিল আছে যার তারই কাছে
দৌলত ও ধন সবই মিছে।
হীরে মোতি কি সোনা, কি চুনী কি পান্না,
হয় সব একই তারই কাছে।
হে হে তবু এমন কখনো কখনো
পড়ে রয় সে যে লালসার ফাঁসে

দস্যুর বেশে সে আসে –
লুটে নেয় যা কিছু আপন আছে গো হায়!
হায় হায়, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, যায়, প্রাণ যায় –
চোখ তারি, যেন কাটারি, দিল খুনে খুনে ভরে যায়।

হোতাম যদি তোতা পাখী,
তোমায় গান শোনাতাম।
হোতাম যদি বনময়ূরী
তোমায় নাচ দেখাতাম।

হোতাম যদি ভোরের আকাশ,
তোমার ঘুম ভাঙাতাম,
হোতাম যদি রাতের তারা,
তোমায় ঘুম পারাতাম।

হোতাম যদি তোতা পাখী,
তোমায় গান শোনাতাম।
হোতাম যদি বনময়ূরী
তোমায় নাচ দেখাতাম।

স্বপ্ন আমার সবকিছু আজ
তোমায় ঘিরে ঘিরে।
নদীর ঢেউ যেমন ফেরে
কূলের তীরে তীরে।
হতাম যদি ইচ্ছে মতো,
সবই বুঝে পেতাম।
ভুবন মাঝে সকল কিছু

BANGLADARSHAN.COM

হৃদয় ভরে নিতাম।
হোতাম যদি তোতা পাখী,
তোমায় গান শোনাতাম।
হোতাম যদি বনময়ূরী
তোমায় নাচ দেখাতাম।

BANGODARSHAN.COM